রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ ২০১৩ সনের ১৩ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, মার্চ ২৮, ২০১৩

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা নং		পৃষ্ঠা নং
১ম খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	২২৫—২৪৬	৭ম খণ্ড—অন্য কোন খন্ডে অপ্রকাশিত অধস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
২য় খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৪০৯—৪৫৪	৮ম খণ্ড—বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	১৭
৩য় খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৫৯—৬১	ক্রোড়পত্র—সংখ্যা	
৪র্থ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	নাই	(১) . . . . .সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারী।	নাই
৫ম খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই	(২) . . . . .বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
৬ষ্ঠ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারি চাকুরী কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৩৯৫—৪৫১	(৩) . . . . . বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
		(৪) . . . . . কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
		(৫) . . . . . তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
		(৬) ....ইং তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

অর্থ মন্ত্রণালয়
ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
পরিচালনা পর্ষদ ও সমন্বয় অধিশাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ, ১৩ নভেম্বর ২০১২

নং ৫৩.০০১.০১১.০০.০০.০০১.২০০৮-৪১৭—বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার, ১৯৭২ (রাষ্ট্রপতির ১৯৭২ সনের ১২৭ নং অর্ডার) এর ৯(৩) (ডি) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ড. নাসির উদ্দীন আহমেদ, সাবেক সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ ও চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর স্থলে জনাব মোঃ গোলাম হোসেন, সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ ও চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড-কে বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদে পরিচালক হিসেবে পুনরাদেশ না দেয়া পর্যন্ত নিয়োগ দেয়া হলো।

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ৫৩.০০১.০১১.০০.০০.০০১.২০০৮-৪১৮—বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার, ১৯৭২ (রাষ্ট্রপতির ১৯৭২ সনের ১২৭ নং অর্ডার) এর ৯(৩) (ডি) ধারার বিধান অনুযায়ী বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ শফিকুর রহমান পাটোয়ারী এর স্থলে ড. এম আসলাম আলম, সচিব, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ-কে বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদে পরিচালক হিসেবে পুনরাদেশ না দেয়া পর্যন্ত নিয়োগ দেয়া হলো।

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

ড. মোঃ আলী আকবর (উপ সচিব), উপ পরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
আবদুর রশিদ (উপ সচিব), উপ পরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www.bgpress.gov.bd

তারিখ, ২১ নভেম্বর ২০১২

নং ৫৩.০০১.০১১.০০.০০.০০২.২০০৮-৪৩২—দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং কর্পোরেশন (বাংলাদেশ) লিমিটেড এর পরিমেল বিধির ২৫ ধারা অনুযায়ী উক্ত কর্পোরেশনের পরিচালনা পর্ষদের পরিচালক জনাব মোঃ শফিকুর রহমান পাটোয়ারী, সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় এর স্থলে অর্থ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি হিসেবে ড. এম আসলাম আলম, সচিব, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ-কে পুনরাদেশ না দেয়া পর্যন্ত পরিচালক পদে নিয়োগ দেয়া হলো।

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ রিজওয়ানুল হুদা
উপ-সচিব।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
সলিসিটর এর কার্যালয়, জিপি পিপি শাখা

আদেশ

তারিখ, ১৩ নভেম্বর ২০১২

নং সলিঃ/জিপি-পিপি/আন্ট্রাঃ-০২/২০১০-১৮৯—THE INTERNATIONAL CRIMES (TRIBUNALS) ACT. 1973 (ACT NO-XIX OF 1973) এর Section-6 অনুসারে বাংলাদেশ সরকার ইতিপূর্বে ২টি ট্রাইব্যুনাল গঠন (Set up) করায় উক্ত আইনের Section-7(1) অনুসারে ট্রাইব্যুনালে নিম্নবর্ণিতদের পুনরাদেশ না দেওয়া পর্যন্ত প্রসিকিউটর (সহকারী অ্যাটর্নি-জেনারেল এর আর্থিক সুযোগ-সুবিধা সহ) নিয়োগ প্রদান করা হল।

ক্রমিক নং	নাম, পিতার নাম ও নিবাস	পদবী	বর্তমান পদমর্যাদা ও প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধা
(১)	জনাব লতিফ আহমেদ খান, পিতা-মৃত লুৎফে আলী খান	প্রসিকিউটর	সহকারী অ্যাটর্নি-জেনারেল এর আর্থিক সুযোগ-সুবিধাসহ
(২)	জনাব আবুল কালাম, পিতা-মৃত আলী আকবর খন্দকার।	প্রসিকিউটর	সহকারী অ্যাটর্নি-জেনারেল এর আর্থিক সুযোগ-সুবিধাসহ
(৩)	জনাব তাপস কান্তি বল, পিতা-চিত্র রঞ্জন বল।	প্রসিকিউটর	সহকারী অ্যাটর্নি-জেনারেল এর আর্থিক সুযোগ-সুবিধাসহ
(৪)	জনাব সিফাত মাহমুদ, পিতা-মোঃ সুলতান মাহমুদ (সীমন)।	প্রসিকিউটর	সহকারী অ্যাটর্নি-জেনারেল এর আর্থিক সুযোগ-সুবিধাসহ
(৫)	জনাব রেজিয়া সুলতানা বেগম, পিতা-মোহাম্মদ আশেক আলী ভূঁঞা।	প্রসিকিউটর	সহকারী অ্যাটর্নি-জেনারেল এর আর্থিক সুযোগ-সুবিধাসহ
(৬)	জনাব ফারাহ খান, পিতা-পেয়ারু মোঃ ফেরদৌস আলম খান।	প্রসিকিউটর	সহকারী অ্যাটর্নি-জেনারেল এর আর্থিক সুযোগ-সুবিধাসহ
(৭)	জনাব সৈয়দ সায়েদুল হক, পিতা-মৃত সৈয়দ এর্শাদ আলী।	প্রসিকিউটর	সহকারী অ্যাটর্নি-জেনারেল এর আর্থিক সুযোগ-সুবিধাসহ
(৮)	জনাব শেখ মোসফেক কবির, পিতা-শেখ কবির হোসেন।	প্রসিকিউটর	সহকারী অ্যাটর্নি-জেনারেল এর আর্থিক সুযোগ-সুবিধাসহ
(৯)	জনাব মোঃ জাহিদ ইমাম, পিতা-মোহাম্মদ নাজবত আলী।	প্রসিকিউটর	সহকারী অ্যাটর্নি-জেনারেল এর আর্থিক সুযোগ-সুবিধাসহ
(১০)	জনাব সাবিনা ইয়াসমিন খান, পিতা-আনোয়ার আহমেদ খান।	প্রসিকিউটর	সহকারী অ্যাটর্নি-জেনারেল এর আর্থিক সুযোগ-সুবিধাসহ
(১১)	জনাব রিয়াজ উদ্দিন আহমেদ, পিতা-মহিউদ্দিন আহমেদ।	প্রসিকিউটর	সহকারী অ্যাটর্নি-জেনারেল এর আর্থিক সুযোগ-সুবিধাসহ
(১২)	জনাব ফাতিমা জাহাঙ্গীর চৌধুরী, পিতা-এন, এম, জাহাঙ্গীর চৌধুরী।	প্রসিকিউটর	সহকারী অ্যাটর্নি-জেনারেল এর আর্থিক সুযোগ-সুবিধাসহ

২। ইহা যোগদানের তারিখ হইতে কার্যকর হইবে।

ননী গোপাল বিশ্বাস
উপ-সলিসিটর (জিপি/পিপি)।

বিচার শাখা-৬

আদেশাবলী

তারিখ, ১৪ নভেম্বর ২০১২

নং আর-৬/৭এন ৭৯/২০১২-৬৪৫—১৯৬১ সালের নোটারী অধ্যাদেশ (১৯৬১ সালের ১৯ নং অধ্যাদেশ) এর ৩ ধারার অর্পিত ক্ষমতাবলে সিলেট জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য এ্যাডভোকেট জনাব মোঃ মাশুক উদ্দিন, পিতা-মরহুম জনাব মোঃ আশ্বাদ উল্লাহকে সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রের জন্য নোটারী পাবলিক হিসাবে কার্য সম্পাদনের নিমিত্তে এতদ্বারা নিম্নবর্ণিত শর্তাবলী সাপেক্ষে এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ৩(তিন) বৎসরের মেয়াদে নোটারীরূপে নিয়োগ করা হইল :

(ক) যদি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারীরূপে তিনি কাজ করিতে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার অন্ততঃ তিন মাস পূর্বে তিনি উল্লিখিত অধ্যাদেশের ৫(২) ধারার অধীনে আবেদন পেশ করিবেন।

(খ) ১৯৬৪ সনের নোটারী বিধিমালার ১৯ নং ফরমে তিনি প্রতিবৎসর জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরের নোটারীরূপে তৎকর্তৃক সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ন) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

নং আর-৬/৭এন ৮৬/২০১২-৬৪৬—১৯৬১ সালের নোটারী অধ্যাদেশ (১৯৬১ সালের ১৯ নং অধ্যাদেশ) এর ৩ ধারার অর্পিত ক্ষমতাবলে বগুড়া জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য এ্যাডভোকেট জনাব মোছাঃ লাইজিন আরা বেগম (লিনা), পিতা মরহুম জনাব মোঃ লুৎফর রহমানকে সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রের জন্য নোটারী পাবলিক হিসাবে কার্য সম্পাদনের নিমিত্তে এতদ্বারা নিম্নবর্ণিত শর্তাবলী সাপেক্ষে এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ৩(তিন) বৎসরের মেয়াদে নোটারীরূপে নিয়োগ করা হইল :

(ক) যদি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারীরূপে তিনি কাজ করিতে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার অন্ততঃ তিন মাস পূর্বে তিনি উল্লিখিত অধ্যাদেশের ৫(২) ধারার অধীনে আবেদন পেশ করিবেন।

(খ) ১৯৬৪ সনের নোটারী বিধিমালার ১৯ নং ফরমে তিনি প্রতিবৎসর জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরের নোটারীরূপে তৎকর্তৃক সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ন) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

নং আর-৬/৭এন ৯৮/২০১২-৬৪৭—১৯৬১ সালের নোটারী অধ্যাদেশ (১৯৬১ সালের ১৯ নং অধ্যাদেশ) এর ৩ ধারার অর্পিত ক্ষমতাবলে ঢাকা জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য এ্যাডভোকেট জনাব সুজিত কুমার ভৌমিক, পিতা-স্বর্গীয় জনাব জগদীশ চন্দ্র ভৌমিককে সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রের জন্য নোটারী পাবলিক হিসাবে কার্য সম্পাদনের নিমিত্তে এতদ্বারা নিম্নবর্ণিত শর্তাবলী সাপেক্ষে এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ৩(তিন) বৎসরের মেয়াদে নোটারীরূপে নিয়োগ করা হইল :

(ক) যদি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারীরূপে তিনি কাজ করিতে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার অন্ততঃ তিন মাস পূর্বে তিনি উল্লিখিত অধ্যাদেশের ৫(২) ধারার অধীনে আবেদন পেশ করিবেন।

(খ) ১৯৬৪ সনের নোটারী বিধিমালার ১৯ নং ফরমে তিনি প্রতিবৎসর জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরের নোটারীরূপে তৎকর্তৃক সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ন) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

নং আর-৬/৭এন ১০১/২০১২-৬৪৯—১৯৬১ সালের নোটারী অধ্যাদেশ (১৯৬১ সালের ১৯ নং অধ্যাদেশ) এর ৩ ধারার অর্পিত ক্ষমতাবলে চাঁদপুর জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য এ্যাডভোকেট জনাব এ, কে, এম, লোকমান হোসেন, পিতা-মরহুম জনাব বেলায়েত হোসেনকে সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রের জন্য নোটারী পাবলিক হিসাবে কার্য সম্পাদনের নিমিত্তে এতদ্বারা নিম্নবর্ণিত শর্তাবলী সাপেক্ষে এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ৩(তিন) বৎসরের মেয়াদে নোটারীরূপে নিয়োগ করা হইল :

(ক) যদি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারীরূপে তিনি কাজ করিতে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার অন্ততঃ তিন মাস পূর্বে তিনি উল্লিখিত অধ্যাদেশের ৫(২) ধারার অধীনে আবেদন পেশ করিবেন।

(খ) ১৯৬৪ সনের নোটারী বিধিমালার ১৯ নং ফরমে তিনি প্রতিবৎসর জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরের নোটারীরূপে তৎকর্তৃক সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ন) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

সৈয়দ আমিনুল ইসলাম
যুগ্মসচিব (প্রশাসন-২) ও
উপ-সচিব (প্রশাসন) (অতিঃদায়িত্ব)।

আদেশাবলী

তারিখ, ২১ নভেম্বর ২০১২

নং আর-৬/৭এন ৯১/২০১২-৬৫০—১৯৬১ সালের নোটারী অধ্যাদেশ (১৯৬১ সালের ১৯ নং অধ্যাদেশ) এর ৩ ধারার অর্পিত ক্ষমতাবলে সিলেট জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য এ্যাডভোকেট জনাব সামছি খানম চৌধুরী, স্বামী-জনাব মুজাহিদ উদ্দিন চৌধুরী, পিতা-মরহুম জনাব সামছুল হক চৌধুরীকে সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রের জন্য নোটারী পাবলিক হিসাবে কার্য সম্পাদনের নিমিত্তে এতদ্বারা নিম্নবর্ণিত শর্তাবলী সাপেক্ষে এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ৩(তিন) বৎসরের মেয়াদে নোটারীরূপে নিয়োগ করা হইল :

(ক) যদি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারীরূপে তিনি কাজ করিতে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার অন্ততঃ তিন মাস পূর্বে তিনি উল্লিখিত অধ্যাদেশের ৫(২) ধারার অধীনে আবেদন পেশ করিবেন।

(খ) ১৯৬৪ সনের নোটারী বিধিমালার ১৯ নং ফরমে তিনি প্রতিবৎসর জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরের নোটারীরূপে তৎকর্তৃক সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ন) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

নং আর-৬/৭এন ৯৭/২০১২-৬৫১—১৯৬১ সালের নোটারী অধ্যাদেশ (১৯৬১ সালের ১৯ নং অধ্যাদেশ) এর ৩ ধারার অর্পিত ক্ষমতাবলে ঢাকা মেট্রোপলিটন বার এসোসিয়েশনের সদস্য এ্যাডভোকেট জনাব মাহমুদা বেগম, স্বামী-এস, এম, শফিকুর রহমান, পিতা-মরহুম জনাব আবদুল হক শেখকে সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রের জন্য নোটারী পাবলিক হিসাবে কার্য সম্পাদনের নিমিত্তে এতদ্বারা নিম্নবর্ণিত শর্তাবলী সাপেক্ষে এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ৩(তিন) বৎসরের মেয়াদ নোটারীরূপে নিয়োগ করা হইল :

(ক) যদি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারীরূপে তিনি কাজ করিতে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার অন্ততঃ তিন মাস পূর্বে তিনি উল্লিখিত অধ্যাদেশের ৫(২) ধারার অধীনে আবেদন পেশ করিবেন।

(খ) ১৯৬৪ সনের নোটারী বিধিমালার ১৯ নং ফরমে তিনি প্রতিবৎসর জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরের নোটারীরূপে তৎকর্তৃক সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ন) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

তারিখ, ২০ নভেম্বর ২০১২

নং আর-৬/৭এন ৯২/২০১২-৬৫২—১৯৬১ সালের নোটারী অধ্যাদেশ (১৯৬১ সালের ১৯ নং অধ্যাদেশ) এর ৩ ধারার অর্পিত ক্ষমতাবলে ফেনী জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য এ্যাডভোকেট জনাব আমিরুল ইসলাম, পিতা-মরহুম জনাব হেদায়েতুল ইসলামকে সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রের জন্য নোটারী পাবলিক হিসাবে কার্য সম্পাদনের নিমিত্তে এতদ্বারা নিম্নবর্ণিত শর্তাবলী সাপেক্ষে এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ৩(তিন) বৎসরের মেয়াদে নোটারীরূপে নিয়োগ করা হইল :

(ক) যদি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারীরূপে তিনি কাজ করিতে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার অন্ততঃ তিন মাস পূর্বে তিনি উল্লিখিত অধ্যাদেশের ৫(২) ধারার অধীনে আবেদন পেশ করিবেন।

(খ) ১৯৬৪ সনের নোটারী বিধিমালার ১৯ নং ফরমে তিনি প্রতিবৎসর জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরের নোটারীরূপে তৎকর্তৃক সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ন) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

নং আর-৬/৭এন ৯৩/২০১২-৬৫৩—১৯৬১ সালের নোটারী অধ্যাদেশ (১৯৬১ সালের ১৯ নং অধ্যাদেশ) এর ৩ ধারার অর্পিত ক্ষমতাবলে ঢাকা জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য এ্যাডভোকেট জনাব কাজী সিরাজুল ইসলাম, পিতা-মরহুম জনাব কাজী শওকত আলীকে, সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রের জন্য নোটারী পাবলিক হিসাবে কার্য সম্পাদনের নিমিত্তে এতদ্বারা নিম্নবর্ণিত শর্তাবলী সাপেক্ষে এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ৩(তিন) বৎসরের মেয়াদে নোটারীরূপে নিয়োগ করা হইল :

(ক) যদি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারীরূপে তিনি কাজ করিতে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার অন্ততঃ তিন মাস পূর্বে তিনি উল্লিখিত অধ্যাদেশের ৫(২) ধারার অধীনে আবেদন পেশ করিবেন।

(খ) ১৯৬৪ সনের নোটারী বিধিমালার ১৯ নং ফরমে তিনি প্রতিবৎসর জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরের নোটারীরূপে তৎকর্তৃক সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ন) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মিজানুর রহমান খান
উপ-সচিব (প্রশাসন)।

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৮ নভেম্বর ২০১২/০৪ কার্তিক ১৪১৯

নং আর ৬/১ এম-১/২০০৫-৭২৪—১৯০৮ সালের রেজিস্ট্রেশন আইনের ৫ ধারার ১ উপধারা অনুসারে সরকার জনস্বার্থে ও প্রশাসনিক প্রয়োজনে নোয়াখালী জেলার সদর, কবিরহাট ও সুবর্ণচর উপজেলায় অবস্থিত সাব-রেজিস্ট্রী অফিসের রেজিস্ট্রেশন অধিক্ষেত্র নিম্নোক্তভাবে পৃথক পৃথকভাবে নির্ধারণ করিল।

নবগঠিত কবিরহাট উপজেলার ৭টি ইউনিয়ন ও ১টি পৌরসভা	নবগঠিত সুবর্ণচর উপজেলার ৮টি ইউনিয়ন	অবশিষ্ট সদর উপজেলার ১৩টি ইউনিয়ন ও ১টি পৌরসভা
১। কবিরহাট পৌরসভা	১। ১ নং চরজব্বর ইউনিয়ন	১। নোয়াখালী পৌরসভা
২। ১ নং নরোত্তমপুর ইউনিয়ন	২। ২ নং চরবাটা ইউনিয়ন	২। ১ নং চরমটুয়া ইউনিয়ন
৩। ২ নং সুন্দরপুর ইউনিয়ন	৩। ৩ নং চরক্লার্ক ইউনিয়ন	৩। ২ নং দাদপুর ইউনিয়ন
৪। ৩ নং ধানসিড়ি ইউনিয়ন	৪। ৪ নং চরওয়াপদা ইউনিয়ন	৪। ৩ নং নোয়ান্নই ইউনিয়ন
৫। ৪ নং ঘোষবাগ ইউনিয়ন	৫। ৫ নং চরজুবলী ইউনিয়ন	৫। ৪ নং কাদিরহানিফ ইউনিয়ন
৬। ৫ নং চাপরাশিরহাট ইউনিয়ন	৬। ৬ নং চরআমানুল্যা ইউনিয়ন	৬। ৫ নং বিনোদপুর ইউনিয়ন
৭। ৬ নং ধানশালিক ইউনিয়ন	৭। ৭ নং পূর্বচরবাটা ইউনিয়ন	৭। ৬ নং নোয়াখালী ইউনিয়ন
৮। ৭ নং বাটইয়া ইউনিয়ন	৮। ৮ নং মোহাম্মদপুর ইউনিয়ন (৩নং বিভক্ত হইয়া সৃজিত)।	৮। ৭ নং এওজবালিয়া ইউনিয়ন
		৯। ৮ নং কালাদরাপ ইউনিয়ন
		১০। ৯ নং অশ্বদিয়া ইউনিয়ন
		১১। ১০ নং নেয়াজপুর ইউনিয়ন
		১২। ১৯ নং পূর্বচরমটুয়া ইউনিয়ন (১নং চরমটুয়া ইউনিয়ন বিভক্ত হইয়া সৃজিত)
		১৩। ২০ নং আন্ডারচর ইউনিয়ন (১নং চরমটুয়া ইউনিয়ন বিভক্ত হইয়া সৃজিত)
		১৪। ২২ নং ধর্মপুর (১নং চরমটুয়া ইউনিয়ন বিভক্ত হইয়া সৃজিত)

২। জনস্বার্থে এই আদেশ জারী করা হইল। ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ জহিরুল কবির
সিনিয়র সহকারী সচিব।

বিচার শাখা-৭

আদেশাবলী

তারিখ, ১৯ নভেম্বর ২০১২

নং বিচার-৭/২এন-১৪২/৭৮-৭৯২—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সালের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে (জনাব মোঃ রিয়াজুল ইসলাম, পিতা মোঃ নওয়াব আলী সরকার গ্রাম হাজীপুর, ডাকঘর-হাজীপুর, উপজেলা ও জেলা জামালপুর)। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে জামালপুর জেলার সদর উপজেলার ১৩নং মেষ্টা ইউনিয়ন এলাকায় বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ বা তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করা হলো।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৫ বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে :

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

নং বিচার-৭/২এন-২২/২০১২-৭৯৩—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সালের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে (জনাব মোঃ মহসীন আল কবীর, পিতা-মৃত এ, কে, এম, আবু বকর মিয়া, গ্রাম বৈদ্যনাথপুর, ডাকঘর-গজরা বাজার, উপজেলা-মতলব উঃ, জেলা-চাঁদপুর) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে চাঁদপুর জেলার ঘনিয়ার পাড় মতলব উঃ উপজেলার ১নং গজারা ইউনিয়ন এলাকায় বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ বা তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করা হলো।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৫ বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে :

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

নং বিচার-৭/২এন-৫/০৪-৭৯৪—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সালের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে (জনাব মোঃ ইয়ারুল ইসলাম, পিতা মোঃ ফজলুল হক মুন্সী গ্রাম পঞ্চকরণ, ডাকঘর-ফুলহাতা, উপজেলা মোরেলগঞ্জ, জেলা বাগেরহাট) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে বাগেরহাট জেলার মোরেলগঞ্জ উপজেলার ২নং পঞ্চকরণ ইউনিয়ন এলাকায় বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ বা তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করা হলো।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৫ বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে :

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

তারিখ, ২১ নভেম্বর ২০১২

নং বিচার-৭/২এন-৩৮/৯৪(অংশ-১)-৭৯৮—নির্দেশিত হয়ে জানাচ্ছি যে, সরকার ১৮৭২ সনের খ্রিষ্টান ম্যারেজ আইন, (এ্যাক্ট ১৫) এর ৯ ধারা মোতাবেক জনাব ডেভিড রনি সরকার, পিতা-মৃত ডেভিড অসিত সরকারকে, গোপালগঞ্জ জেলার সদর থানার ইভানজিলিষ্ট মিশন (বর্তমান এ, জি, মিশন) চার্চ এলাকার খ্রিষ্টান ম্যারেজ রেজিস্ট্রার লাইসেন্স প্রদানের অনুমোদন জ্ঞাপন করলেন।

২। সরকার কর্তৃক স্থগিত না করা হলে লাইসেন্সধারীর বয়স ৬৫ বৎসর পূর্ণ হওয়ার তারিখ হতে অবসর গ্রহণ করেছেন বলে গণ্য হবে।

নং বিচার-৭/২এন-৩৮/৯৪(অংশ-১)-৭৯৯—নির্দেশিত হয়ে জানাচ্ছি যে, সরকার ১৮৭২ সনের খ্রিষ্টান ম্যারেজ আইন, (এ্যাক্ট ১৫) এর ৯ ধারা মোতাবেক জনাব পষ্টার সমূয়েল সেন, পিতা-জন রুনু সেনকে, ঢাকা জেলার আদাবর ধানাধীন সিয়োন ফ্রি ব্যাপ্টিষ্ট চার্চ এলাকার খ্রিষ্টান ম্যারেজ রেজিস্ট্রার লাইসেন্স প্রদানের অনুমোদন জ্ঞাপন করলেন।

২। সরকার কর্তৃক স্থগিত না করা হলে লাইসেন্সধারীর বয়স ৬৫ বৎসর পূর্ণ হওয়ার তারিখ হতে অবসর গ্রহণ করেছেন বলে গণ্য হবে।

মোঃ মাহমুদুল করিম
সিনিয়র সহকারী সচিব।

কৃষি মন্ত্রণালয়

প্রশাসন-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৩ অক্টোবর ২০১২/০৮ কার্তিক ১৪১৯

নং ১২.০১২.০২৭.০০.০০.০০৮.২০১১-৯৪৪—যেহেতু জনাব মোঃ গোলাম রাজ্জাক, ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কৃষি মন্ত্রণালয় এর বিরুদ্ধে "অসদাচরণ" এর অভিযোগে ১৯৮৫ সনের সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা অনুযায়ী বিভাগীয় মামলারুজু করে কৃষি মন্ত্রণালয়ের ০১-১১-২০১১ তারিখের নং ১২.০১২.০২৭.০০.০০.০৮.২০১১.১০৪২ ও ১০৪৩ নম্বর স্মারক-মূলে কৈফিয়ত তলব করা হয়;

যেহেতু জনাব মোঃ গোলাম রাজ্জাক, ব্যক্তিগত কর্মকর্তা উক্ত অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণীর আলোকে ০২-১১-২০১১ তারিখে লিখিত জবাব দাখিলপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির জন্য আবেদন করেন। তাঁর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে গত ১১-০৬-২০১২ তারিখে ব্যক্তিগত শুনানি অনুষ্ঠিত হয় এবং শুনানি অন্তে সুষ্ঠু তদন্তের আবশ্যকতা প্রতীয়মান হওয়ায় বিভাগীয় মামলাটি তদন্ত করার জন্য কৃষি মন্ত্রণালয়ের ১৩-০৬-২০১২ তারিখের ১২.০১২.০২৭.০০.০০.০০৮.২০১১-৫৫৮ নম্বর আদেশমূলে জনাব এ কে আমিনুল ইসলাম, উপ-সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়-কে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্তকারী কর্মকর্তা দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করেন যে, জনাব মোঃ গোলাম রাজ্জাক, ব্যক্তিগত কর্মকর্তা এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে;

যেহেতু তদন্ত প্রতিবেদন, বিভাগীয় মামলার সংশ্লিষ্ট নথি, অভিযুক্তের বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলার নথি ও অন্যান্য কাগজপত্র পর্যালোচনান্তে জনাব মোঃ গোলাম রাজ্জাক এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) মোতাবেক আনীত অসদাচরণের অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তাঁকে একই বিধি মালার বিধি ৪(২) (বি) মোতাবেক তাঁর ১টি বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি ১ বছরের জন্য স্থগিত রাখার লঘুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়;

সেহেতু জনাব মোঃ গোলাম রাজ্জাক, ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কৃষি মন্ত্রণালয়-কে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) বিধিমতে অসদাচরণের অভিযোগে দোষীসাব্যস্ত করা হলো এবং একই বিধিমালার বিধি ৪(২) বি অনুযায়ী তার ০১ (এক)টি বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি ১(এক) বছরের জন্য স্থগিত রাখার লঘুদণ্ড প্রদান করা হলো। তিনি কোন বকেয়া প্রাপ্য হবেন না।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
সৈয়দ মুস্তাফীজুর রহমান
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও উপকরণ)।

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়
অধিশাখা-২

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৬ কার্তিক ১৪১৯/৩১ অক্টোবর ২০১২

নং ১৪.০০.০০০০.০০২.২৭.০০৯.১১-৩৯৪—যেহেতু, আপনি জনাব মোঃ আকবর হোসেন, প্রাক্তন সহকারী বিভাগীয় প্রকৌশলী (আইটিএক্স), এএসসি, বৈদেশিক ট্রাংক, মগবাজার, ঢাকা সরকারি চাকুরিতে ৫ (পাঁচ) বছর লিয়েন রেখে বৈদেশিক চাকরিতে যোগদানের উদ্দেশ্যে ৩১-০৭-২০০৬ তারিখে বিলুপ্ত বাংলাদেশ তার ও টেলিফোন বোর্ড (বিটিটিবি) হতে বিমুক্ত হন। আপনার অনুমোদিত লিয়েনের মেয়াদ ৩০-০৭-২০১১ তারিখে শেষ হয়ে যায়। তদনুযায়ী ৩১-০৭-২০১১ তারিখ আপনার নিজকর্মে যোগদানের জন্য নির্ধারিত ছিল। কিন্তু, আপনি নিজকর্মে যোগদান কিংবা কর্তৃপক্ষের সাথে কোনরূপ যোগাযোগ না করে ৩১-০৭-২০১১ তারিখ হতে অদ্যাবধি অননুমোদিতভাবে কর্মস্থলে অনুপস্থিত রয়েছেন;

২। যেহেতু, আপনি জনাব মোঃ আকবর হোসেন এর এহেন আচরণ কর্তৃপক্ষের আদেশ অবজ্ঞাকরণ ও কর্তব্যে চরম অবহেলার সামিল, যা শাস্তিযোগ্য অপরাধ বিধায় সরকারি কর্মচারী (বিশেষ বিধান) অধ্যাদেশ, ১৯৭৯ এর ৩(বি) ধারা মোতাবেক অভিযুক্ত করে এ মন্ত্রণালয়ের ১৬-১১-২০১১ তারিখের স্মারকমূলে অভিযোগনামা জারিপূর্বক ৫ (পাঁচ) কার্যদিবসের মধ্যে আপনাকে কারণ দর্শানোর নির্দেশ প্রদান করা হয়, যা আপনার স্থায়ী এবং সর্বশেষ জ্ঞাত ঠিকানায় রেজিস্টার্ড এডিযোগে প্রেরণ করা হয়; কিন্তু, আপনি কোন জবাব দাখিল কিংবা যথাযথ কর্তৃপক্ষের সাথে কোনরূপ যোগাযোগ করেননি;

৩। যেহেতু, আপনি জনাব মোঃ আকবর হোসেন অভিযোগনামার কোন জবাব প্রদান কিংবা কর্তৃপক্ষের সাথে কোন যোগাযোগ না করায় কেন আপনাকে "চাকরি হতে বরখাস্তকরণ" শাস্তি প্রদান করা হবে না, সে মর্মে সরকারি কর্মচারী (বিশেষ বিধান) অধ্যাদেশ, ১৯৭৯ এর ৫(২) ধারা মোতাবেক ৩ (তিন) কর্মদিবসের মধ্যে জবাব প্রদানের জন্য ০৪-০৩-২০১২ তারিখে ২য় কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়, যা ৩০-০৫-২০১২ তারিখ "The Daily Star" এবং ২০-০৬-২০১২ তারিখ "দৈনিক আমাদের অর্থনীতি" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তথাপি আপনি জবাব দাখিল কিংবা কর্তৃপক্ষের সাথে কোনরূপ যোগাযোগ না করে অননুমোদিতভাবে নিজকর্মে অনুপস্থিত রয়েছেন;

৪। যেহেতু, আপনি মোঃ আকবর হোসেনের নিকট হতে আত্মপক্ষ সমর্থনমূলক কোন জবাব না পাওয়ায় সরকারি কর্মচারী (বিশেষ বিধান) অধ্যাদেশ, ১৯৭৯ এর ৪(এ) ধারা অনুযায়ী আপনাকে চাকরি হতে বরখাস্ত করার লক্ষ্যে এ মন্ত্রণালয়ের ০৮-৭-২০১২ তারিখের স্মারকমূলে সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি) এর পরামর্শ/মতামত চাওয়া হলে পিএসসি'র ০৬-৮-২০১২ তারিখের পত্রে আপনাকে "চাকরি হতে বরখাস্তকরণ" শাস্তি আরোপে এ মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তের সাথে একমত পোষণ করা হয়েছে;

৫। যেহেতু, সরকারি কর্মকমিশনের মতামত পাওয়ার পর আপনি জনাব মোঃ আকবর হোসেনকে "চাকরি হতে বরখাস্তকরণ" এর প্রস্তাব মহামান্য রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের জন্য পেশ করা হলে মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক তা অনুমোদিত হয়েছে;

৬। এক্ষণে, সেহেতু, আপনি জনাব মোঃ আকবর হোসেন, প্রাক্তন সহকারী বিভাগীয় প্রকৌশলী (আইটিএক্স), এএসসি, বৈদেশিক ট্রাংক, মগবাজার, বিটিসিএল (বিলুপ্ত বিটিটিবি), ঢাকাকে সরকারি কর্মচারী (বিশেষ বিধান) অধ্যাদেশ, ১৯৭৯ এর ৪ (এ) ধারা অনুযায়ী কর্তৃপক্ষের আদেশ অমান্য করে বিনানুমতিতে নিজকর্মে অনুপস্থিতির তারিখ ৩১-০৭-২০১১ থেকে "চাকরি হতে বরখাস্ত" (Dismissal from Service) করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
মোঃ আবুবকর সিদ্দিক
ভারপ্রাপ্ত সচিব।

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-৩ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২ আশ্বিন ১৪১৯/ ১৭ অক্টোবর ২০১২

নং প্রঃ ৩/১ এম ৩/২০০৮/১৭৫৩—The Bangladesh Abandoned Building (Supplementary Provision) Ordinance, 1985 এর ৯ নম্বর ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গঠিত গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন ১ম কোর্ট অব সেটেলমেন্টের মেয়াদ সরকার ১ জুন ২০১২ তারিখ হতে ৩১ মে ২০১৩ তারিখ পর্যন্ত বৃদ্ধি করলেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
মোঃ শেফাউল করিম
উপ-সচিব।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
(টিও-০১ শাখা)
প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ৩১ অক্টোবর ২০১২

নং বাম/টিও-১/জি-১৪/৯৪/৪৯৯—‘সিলেট জেলা ট্রাক মালিক গ্রুপ’ নামীয় সংগঠনটি মন্ত্রণালয়ের টি.ও লাইসেন্সপ্রাপ্ত একটি বাণিজ্য সংগঠন, যার লাইসেন্স নং-৭৫/৯৫, তারিখ ১৭-৪-১৯৯৫।

যেহেতু, সিলেট জেলা ট্রাক মালিক গ্রুপ এর অনুকূলে টি.ও. লাইসেন্স প্রদানের পর সাংগঠনিক কার্যক্রম বিধি মোতাবেক পরিচালিত না হওয়ায় কেন লাইসেন্স বাতিল করা হবে না তৎমর্মে মন্ত্রণালয় হতে ৩০-০৪-২০১২ তারিখে রেজিঃ ডাকযোগে কারণ দর্শানোর নোটিশ জারী করা হলে সন্তোষজনক জবাব দাখিল করতে ব্যর্থ হয়;

যেহেতু, সংগঠনটির সদস্যদের টিআইএনযুক্ত কোন ভোটার তালিকা লাইসেন্স প্রদানের পর হতে মন্ত্রণালয়ে পাওয়া যায়নি, যা বাণিজ্য সংগঠন বিধিমালা ১৯৯৪ এর ৬ বিধির পরিপন্থি এবং প্রদানের পর লাইসেন্সের শর্ত মোতাবেক রেজিস্ট্রার, জয়েন্ট ষ্টক কোম্পানী ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তরে নিবন্ধন গ্রহণের তথ্যাদি দাখিলে ব্যর্থ হয়েছে;

যেহেতু, সংগঠনটির অনুকূলে লাইসেন্স প্রদানের পর হতে বিধি মোতাবেক নির্বাচন অনুষ্ঠানের তথ্যাদি, কার্যনির্বাহী কমিটির তালিকা, বার্ষিক সাধারণ সভার উপস্থিতিতির তালিকাসহ সভার রেজুলেশন মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে ব্যর্থ হয়, যা বাণিজ্য সংগঠন বিধিমালা ১৯৯৪ এর ২৪ বিধির পরিপন্থি;

যেহেতু, সংগঠনটি লাইসেন্স প্রদানের পর হতে বিধি মোতাবেক কার্যনির্বাহী কমিটির কোন নির্বাচন অনুষ্ঠানে ব্যর্থ হয়েছে, যা বাণিজ্য সংগঠন বিধিমালা ১৯৯৪ এর ১৩, ১৪, ১৫ ও ১৬ বিধির পরিপন্থি;

যেহেতু, সংগঠনটি লাইসেন্স বাতিলের নিমিত্ত বিধি মোতাবেক আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ হিসেবে ১৯-৬-২০১২ তারিখে শুনানীতে তলব করা হলে উক্ত শুনানীতে সংগঠনের কোন কর্মকর্তা উপস্থিত হতে ব্যর্থ হয়। তৎপরবর্তীতে পুনরায় ০৩-৭-২০১২ তারিখে শুনানীতে অংশ গ্রহণ করার জন্য তলব করা হলে সংগঠনের কথিত সভাপতি জনাব আবুল কাহের ইজু এবং দপ্তর সম্পাদক পুলক কবীর চৌধুরী উপস্থিত হলেও সাংগঠনিক কার্যক্রমের তথ্যাদি ও কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাব সন্তোষজনক প্রতিয়মান হয়নি;

যেহেতু, সংগঠনটি ২০১১-২০১২ সালে কথিত নির্বাচন বোর্ডের সভাপতি উক্ত সংগঠনের দপ্তর সম্পাদক পুলক কবীর চৌধুরীকে নিয়োগ দেয়া হয়, যা বাণিজ্য সংগঠন বিধিমালা ১৯৯৪ এর ১৪ বিধির পরিপন্থি;

যেহেতু, সংগঠনটি বাণিজ্য সংগঠন অধ্যাদেশ ১৯৬১, বাণিজ্য সংগঠন বিধিমালা ১৯৯৪ ও লাইসেন্স প্রদত্ত শর্ত প্রতিপালন না করে আইনের ব্যত্যয় ঘটিয়ে নিজের মনগড়াভাবে পরিচালিত হয়ে আসছে;

যেহেতু, সংগঠনটি সাংগঠনিক কার্যক্রমের তথ্যাদি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের বিষয়ে অবগত ছিলেন না মর্মে ১৩-০৫-২০১২ তারিখে সভাপতির স্বাক্ষরিত পত্রের উল্লেখ করা হয়েছে যা বাণিজ্য সংগঠন অধ্যাদেশ, ১৯৬১, বাণিজ্য সংগঠন বিধিমালা, ১৯৯৪ এর বিধি লংঘনের সামিল;

যেহেতু, সংগঠনটি লাইসেন্স প্রদানকালীন সময় হতে উহার সকল আদর্শ, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জনে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছে;

সেহেতু, সিলেট জেলা ট্রাক মালিক গ্রুপ এর অনুকূলে মন্ত্রণালয় হতে প্রদানকৃত ১৭-০৪-১৯৯৫ তারিখের ৭৫/৯৫ নং লাইসেন্সটি বাণিজ্য সংগঠন অধ্যাদেশ ১৯৬১ এর ৪ ধারা এবং বাণিজ্য সংগঠন বিধিমালা ১৯৯৪ এর ১১ বিধির প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার এতদ্বারা বাতিল করিল।

নাজমুল আহসান মজুমদার
পরিচালক, বাণিজ্য সংগঠন ও
উপ-সচিব।

ভূমি মন্ত্রণালয়
শাখা নং ২
বিজ্ঞপ্তি

তারিখ, ২২ অক্টোবর ২০১২

নং ৩১.০৩৬.০৩৩.০০.০০.১১২.২০১০-২০০—১৯৫৫ সনের প্রজাস্বত্ব বিধিমালার ৩৪ (২) বিধি এবং ১৯৫০ সনের রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন (১৯৫১ সনের ২৮ নং আইন) এর ১৪৪ ধারাধীন ৭নং উপ-ধারা মোতাবেক নোয়াখালী জোনাল সেটেলমেন্টের জরিপ কর্মসূচীভুক্ত ফেণী, নোয়াখালী ও লক্ষ্মীপুর জেলার ১৪১টি মৌজার স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে :

তফসিল

ক্রমিক নং	মৌজার নাম	জে, এল, নং	জেলার নাম	উপজেলার নাম	খতিয়ান সংখ্যা	সিট সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
(১)	উত্তর মাহাতাবপুর	০১	নোয়াখালী	সেনবাগ	৪০১	০১
(২)	চিলাদী	০২	নোয়াখালী	সেনবাগ	৮৮১	০১
(৩)	বিরাহিমপুর	০৪	নোয়াখালী	সেনবাগ	৭১৮	০১
(৪)	উত্তর ইয়ারপুর	৮৫	নোয়াখালী	সেনবাগ	১৮২৬	০৩
(৫)	উত্তর হামচাদী	০৪	লক্ষ্মীপুর	লক্ষ্মীপুর সদর	৪১০৭	০৬

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
(৬)	বিজয়নগর	০৯	লক্ষ্মীপুর	লক্ষ্মীপুর সদর	১৪২৭	০৩
(৭)	নন্দিগ্রাম	২২	লক্ষ্মীপুর	লক্ষ্মীপুর সদর	৫৮৪	০২
(৮)	বিরাহিমপুর	২৪	লক্ষ্মীপুর	লক্ষ্মীপুর সদর	৯০৮	০৩
(৯)	আমান্নাল্লাপুর	২৮	লক্ষ্মীপুর	লক্ষ্মীপুর সদর	৪০৩	০১
(১০)	গৌরীনগর	৩৬	লক্ষ্মীপুর	লক্ষ্মীপুর সদর	৫১৭	০১
(১১)	চর লাম্ছি	৪৬	লক্ষ্মীপুর	লক্ষ্মীপুর সদর	৬৫৭	০১
(১২)	মজানদী	৪৭	লক্ষ্মীপুর	লক্ষ্মীপুর সদর	৪৩৫	০১
(১৩)	নিয়ামতপুর	৫৬	লক্ষ্মীপুর	লক্ষ্মীপুর সদর	৪২৬	০১
(১৪)	বড়ালিয়া	৫৮	লক্ষ্মীপুর	লক্ষ্মীপুর সদর	৯৫১	০২
(১৫)	মদনপুর	৬০	লক্ষ্মীপুর	লক্ষ্মীপুর সদর	১২৩	০১
(১৬)	গঙ্গাশিবপুর	৬১	লক্ষ্মীপুর	লক্ষ্মীপুর সদর	১৪০	০১
(১৭)	খোদাওন্দপুর	৬৩	লক্ষ্মীপুর	লক্ষ্মীপুর সদর	৪৩৫	০১
(১৮)	বসিকপুর	৬৬	লক্ষ্মীপুর	লক্ষ্মীপুর সদর	১৭৯৯	০৪
(১৯)	কাশিপুর	৬৯	লক্ষ্মীপুর	লক্ষ্মীপুর সদর	২৩০	০১
(২০)	দত্তপাড়া	৭২	লক্ষ্মীপুর	লক্ষ্মীপুর সদর	৮৭৬	০৪
(২১)	সৈদপুর	৭৪	লক্ষ্মীপুর	লক্ষ্মীপুর সদর	৯৭১	০২
(২২)	শ্রীরামপুর	৭৫	লক্ষ্মীপুর	লক্ষ্মীপুর সদর	৫৩৮	০২
(২৩)	তোতারখিল	৭৬	লক্ষ্মীপুর	লক্ষ্মীপুর সদর	৩২২	০১
(২৪)	হাবিবপুর	৮৭	লক্ষ্মীপুর	লক্ষ্মীপুর সদর	৩৪০	০১
(২৫)	পুনিয়ানগর	১২৩	লক্ষ্মীপুর	লক্ষ্মীপুর সদর	৩১৭	০১
(২৬)	শাহাজাদপুর	১২৭	লক্ষ্মীপুর	লক্ষ্মীপুর সদর	৮৫	০১
(২৭)	চাঁদপুর	১৩০	লক্ষ্মীপুর	লক্ষ্মীপুর সদর	১২৭	০১
(২৮)	কংস নারায়ণ	১৩৭	লক্ষ্মীপুর	লক্ষ্মীপুর সদর	১৫৬	০১
(২৯)	প্রাণ ভগবতীপুর	১৪০	লক্ষ্মীপুর	লক্ষ্মীপুর সদর	১৭১	০১
(৩০)	পূর্ব্ব চৌপল্লি	১৪৪	লক্ষ্মীপুর	লক্ষ্মীপুর সদর	৭২	০১
(৩১)	উত্তর কালিদাসবাগ	১৪৯	লক্ষ্মীপুর	লক্ষ্মীপুর সদর	২০৩	০১
(৩২)	নবি তাহের	১৫০	লক্ষ্মীপুর	লক্ষ্মীপুর সদর	৬৪	০১
(৩৩)	মিরপুর	১৫২	লক্ষ্মীপুর	লক্ষ্মীপুর সদর	১১১	০১
(৩৪)	রতনের খিল	১৫৭	লক্ষ্মীপুর	লক্ষ্মীপুর সদর	৩৫৫	০১
(৩৫)	দক্ষিণ চন্দ্রপুর	১৫৮	লক্ষ্মীপুর	লক্ষ্মীপুর সদর	২২৩	০১
(৩৬)	হাজিরপাড়া	১৬৬	লক্ষ্মীপুর	লক্ষ্মীপুর সদর	২৩৩	০১
(৩৭)	মনোহরপুর	১৭০	লক্ষ্মীপুর	লক্ষ্মীপুর সদর	৪৪৮	০২
(৩৮)	চন্দ্র প্রভাবাগ	১৭২	লক্ষ্মীপুর	লক্ষ্মীপুর সদর	১১১	০১
(৩৯)	পালপাড়া	১৭৩	লক্ষ্মীপুর	লক্ষ্মীপুর সদর	২৯৮	০১
(৪০)	শিবপুর	১৮২	লক্ষ্মীপুর	লক্ষ্মীপুর সদর	৩৩৮	০১
(৪১)	বসুদুহিতা	১৮৪	লক্ষ্মীপুর	লক্ষ্মীপুর সদর	৪৬১	০১
(৪২)	পূর্ব্ব সাহাপুর	১৯৫	লক্ষ্মীপুর	লক্ষ্মীপুর সদর	১৩১	০১
(৪৩)	এলনা পাথর	০১	ফেণী	ছাগলনাইয়া	৫৭১	০১
(৪৪)	উত্তর সতর	০৭	ফেণী	ছাগলনাইয়া	৫৯৮	০১
(৪৫)	সোনাপুর	১১	ফেণী	ছাগলনাইয়া	৮৭২	০২

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
(৪৬)	পাঠান নগর	১৪	ফেণী	ছাগলনাইয়া	৭১২	০১
(৪৭)	পশ্চিম পাঠানগড়	১৬	ফেণী	ছাগলনাইয়া	৭৬২	০২
(৪৮)	পশ্চিম সিলুয়া	১৭	ফেণী	ছাগলনাইয়া	৫৯৬	০১
(৪৯)	হরিপুর	২০	ফেণী	ছাগলনাইয়া	১২৮২	০২
(৫০)	কাশীপুর	২৫	ফেণী	ছাগলনাইয়া	৫৩৬	০১
(৫১)	উত্তর পানুয়া	২৬	ফেণী	ছাগলনাইয়া	৫৯৭	০১
(৫২)	নিচিন্তা	৩৪	ফেণী	ছাগলনাইয়া	৫৮২	০১
(৫৩)	লক্ষ্মীপুর	৩৫	ফেণী	ছাগলনাইয়া	৪৮৭	০১
(৫৪)	উত্তর কুহুমা	৩৬	ফেণী	ছাগলনাইয়া	৭৮৫	০১
(৫৫)	পূর্ব্ব মধুগ্রাম	৩৯	ফেণী	ছাগলনাইয়া	৬৫০	০১
(৫৬)	মোকামিয়া	৪০	ফেণী	ছাগলনাইয়া	৪৩০	০১
(৫৭)	ছয়ঘড়িয়া	৪১	ফেণী	ছাগলনাইয়া	৬৫৫	০১
(৫৮)	কয়রা	৪৩	ফেণী	ছাগলনাইয়া	৪৯৯	০১
(৫৯)	দক্ষিণ কুহুমা	৪৫	ফেণী	ছাগলনাইয়া	৭০৮	০১
(৬০)	দূর্গাপুর সিংহনগর	৪৬	ফেণী	ছাগলনাইয়া	১২৪১	০২
(৬১)	দক্ষিণ মন্দিয়া	৪৭	ফেণী	ছাগলনাইয়া	৯৩৪	০১
(৬২)	ঘোপাল	৫৩	ফেণী	ছাগলনাইয়া	৯২২	০১
(৬৩)	মহেশ পুস্করণী	০৪	ফেণী	পরশুরাম	১০৮	০১
(৬৪)	বীর চন্দ্রনগর	০৫	ফেণী	পরশুরাম	৫৩	০১
(৬৫)	সাহেব নগর	০৬	ফেণী	পরশুরাম	৩৬২	০১
(৬৬)	রাঙ্গা মাটিয়া	০৭	ফেণী	পরশুরাম	৩১১	০১
(৬৭)	মেলাঘর	১০	ফেণী	পরশুরাম	৩৮১	০১
(৬৮)	মধুগ্রাম	১৩	ফেণী	পরশুরাম	৩৬৯	০১
(৬৯)	মনিপুর	১৪	ফেণী	পরশুরাম	৪৯৬	০১
(৭০)	জঙ্গলখোলা ওরফে গাদানগর	১৬	ফেণী	পরশুরাম	৪৫৮	০১
(৭১)	দক্ষিণ কাউতলী	১৭	ফেণী	পরশুরাম	৩৮৮	০১
(৭২)	মনিকঘোনা নিশ্চিন্তা	১৮	ফেণী	পরশুরাম	১৪৪	০১
(৭৩)	কাশীনগর চকবস্তা	১৯	ফেণী	পরশুরাম	৬৭	০১
(৭৪)	চম্পক নগর	২০	ফেণী	পরশুরাম	৭৫	০১
(৭৫)	বাউরখুমা	২১	ফেণী	পরশুরাম	৬১১	০২
(৭৬)	খন্দকিয়া চকবস্তা	২৪	ফেণী	পরশুরাম	৮৫	০১
(৭৭)	অনন্তপুর	২৫	ফেণী	পরশুরাম	১০০৩	০২
(৭৮)	পূর্ব্ব অলকা	২৬	ফেণী	পরশুরাম	৩৪৬	০১
(৭৯)	পূর্ব্ব সাহেবনগর	২৭	ফেণী	পরশুরাম	২৫৮	০১
(৮০)	পশ্চিম অলকা	২৮	ফেণী	পরশুরাম	৪৫৭	০১
(৮১)	জঙ্গল ঘোনা	২৯	ফেণী	পরশুরাম	২১৫	০১
(৮২)	উত্তর চন্দনাডিহী	৩৬	ফেণী	পরশুরাম	২২৫	০১
(৮৩)	উত্তর রাজসপুর	৩৯	ফেণী	পরশুরাম	২৬৪	০১
(৮৪)	মধ্যম ধনকুন্ডা	৪৩	ফেণী	পরশুরাম	২৯৭	০১
(৮৫)	নোয়াপুর(খন্ডল)	৪৪	ফেণী	পরশুরাম	৩৮৭	০১
(৮৬)	উত্তর শালধর	৪৮	ফেণী	পরশুরাম	৪৮৮	০১
(৮৭)	পাগলীর কুল	৪৯	ফেণী	পরশুরাম	৩৮০	০১
(৮৮)	দক্ষিণ রাজসপুর	৫০	ফেণী	পরশুরাম	২৩৬	০১
(৮৯)	এালীবিল	৫২	ফেণী	পরশুরাম	৮২১	০১

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
(৯০)	দক্ষিণ সালধর	৫৩	ফেণী	পরশুরাম	৩০৩	০১
(৯১)	রতনপুর	৫৪	ফেণী	পরশুরাম	১১৩	০১
(৯২)	দুর্গাপুর(খন্ডল)	৫৫	ফেণী	পরশুরাম	১৯৬	০১
(৯৩)	চিথলীয়া	৫৭	ফেণী	পরশুরাম	১০৪৪	০২
(৯৪)	কলীয়া	৫৮	ফেণী	পরশুরাম	৭০০	০১
(৯৫)	দক্ষিণ বেড়াবাড়িয়া	৫৯	ফেণী	পরশুরাম	৪৪৭	০১
(৯৬)	কোলাপাড়া	৬০	ফেণী	পরশুরাম	১৮৫২	০৮
(৯৭)	বাঁশপদুয়া	৬১	ফেণী	পরশুরাম	৩৪৩	০২
(৯৮)	উত্তর গুতমা	৬২	ফেণী	পরশুরাম	১২০৫	০২
(৯৯)	উত্তর শ্রীধরপুর	৪০	ফেণী	দাগনভূঞা	৪৭৮	০১
(১০০)	উত্তর লালপুর	৫৯	ফেণী	দাগনভূঞা	২০২	০১
(১০১)	ভাষা শহীদ সালাম নগর	৬৪	ফেণী	দাগনভূঞা	২৯০	০১
(১০২)	গণিপুর	৬৭	ফেণী	দাগনভূঞা	১৯১	০১
(১০৩)	উত্তর করিমপুর	৮০	ফেণী	দাগনভূঞা	৩৮৭	০১
(১০৪)	হয়াতপুর	৮৫	ফেণী	দাগনভূঞা	২১৬	০১
(১০৫)	ধর্ম্মপুর	৮৬	ফেণী	দাগনভূঞা	২০৫	০১
(১০৬)	ইয়াকুবপুর	৮৯	ফেণী	দাগনভূঞা	৫৮৪	০১
(১০৭)	চর মজলিশপুর	১৪	ফেণী	সোনাগাজী	১২৩৭	০২
(১০৮)	আলামপুর	১৫	ফেণী	সোনাগাজী	৬২৭	০১
(১০৯	দক্ষিণ রাজাপুর	৩৯	ফেণী	সোনাগাজী	২৬০	০১
(১১০)	হাজিপুর	৬১	ফেণী	সোনাগাজী	৩৭১	০১
(১১১)	দক্ষিণ সাহাপুর	৮০	ফেণী	সোনাগাজী	২৩০	০১
(১১২)	চর খোয়াজ	৮২	ফেণী	সোনাগাজী	৯৫০	০২
(১১৩)	তুলাতলী	৮৪	ফেণী	সোনাগাজী	৭৫৩	০১
(১১৪)	চর মহিষ	৮৯	ফেণী	সোনাগাজী	৫২৪	০১
(১১৫)	বসন্তপুর	০৩	নোয়াখালী	সেনবাগ	১০২৩	০২
(১১৬)	উন্দানিয়া	২০	নোয়াখালী	সেনবাগ	৩৯৪	০১
(১১৭)	ডুমুরিয়া	২৭	নোয়াখালী	সেনবাগ	৩০৪	০১
(১১৮)	নন্দীরপাড়া	৩৮	নোয়াখালী	সেনবাগ	১০১	০১
(১১৯)	ঢালুয়া	৩৯	নোয়াখালী	সেনবাগ	২৩৪	০১
(১২০)	বীরকোট	১৯	নোয়াখালী	সেনবাগ	৮৮৫	০২
(১২১)	রাজারামপুর	৭৯	নোয়াখালী	সেনবাগ	২০৭৪	০৩
(১২২)	চর বগুলা	৪০	নোয়াখালী	হাতিয়া	৬০৪	০৪
(১২৩)	পশ্চিম সোনাদিয়া	৫৬	নোয়াখালী	হাতিয়া	৯৭৬	০৪
(১২৪)	চর হেয়ার	৬৪	নোয়াখালী	হাতিয়া	৩৬০	০২
(১২৫)	চর জামিল (প্রকাশ নাঙ্গলিয়া)	৭০	নোয়াখালী	হাতিয়া	০১	১০
(১২৬)	চর কবির (প্রকাশ নলের চর)	৭১	নোয়াখালী	হাতিয়া	০১	১১
(১২৭)	চর রহমান	৭২	নোয়াখালী	হাতিয়া	০১	০১
(১২৮)	ক্যারিং চর	৭৪	নোয়াখালী	হাতিয়া	০১	২৪
(১২৯)	অভিরখিল	৩৪	লক্ষ্মীপুর	লক্ষ্মীপুর সদর	৩১৫	০১
(১৩০)	বাঙ্গাখাঁ	৫৪	লক্ষ্মীপুর	লক্ষ্মীপুর সদর	১৪৫৫	০৩
(১৩১)	উত্তর জয়পুরা	১৩৯	লক্ষ্মীপুর	লক্ষ্মীপুর সদর	১২২৭	০৩
(১৩২)	মকরধ্বজ	২৯	লক্ষ্মীপুর	লক্ষ্মীপুর সদর	৮৪৭	০২

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
(১৩৩)	করৈতলা	৭৮	লক্ষ্মীপুর	লক্ষ্মীপুর সদর	১১১৭	০২
(১৩৪)	পাঁচপাড়া	১৭৫	লক্ষ্মীপুর	লক্ষ্মীপুর সদর	১৮৫১	০৪
(১৩৫)	চর আবাবিল	০৬	লক্ষ্মীপুর	রায়পুর	৩৩০৪	০৯
(১৩৬)	মধুপুর	২০	লক্ষ্মীপুর	রায়পুর	৫৬৫	০১
(১৩৭)	পূর্ব্বলাছ	২২	লক্ষ্মীপুর	রায়পুর	৮১৭	০১
(১৩৮)	চরপাতা	২৬	লক্ষ্মীপুর	রায়পুর	২৫৮১	০৪
(১৩৯)	বগারাখালিয়া	৪১	লক্ষ্মীপুর	রায়পুর	১৯৭৬	০৪
(১৪০)	চর মোহনা	৪২	লক্ষ্মীপুর	রায়পুর	৩৩২১	১২
(১৪১)	চর বংশী	৪৩	লক্ষ্মীপুর	রায়পুর	৪৪৭৪	১১

কানিজ মওলা
সিনিয়র সহকারী সচিব।

শাখা-২

এল, এ, কেস নং ১২০/৬৭-৬৮

'ঘ' ফরম

সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ

তারিখ, ১৪ নভেম্বর ২০১২

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.৩১৪.১২-৫৭৩—যেহেতু নিম্ন তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সনের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৯ সানের ১৩নং আইন)-এর ৩ ধারা মোতাবেক ২৯-০১-৬৮ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হইয়াছে; এবং

যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রহিয়াছে; এবং

যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন ;

সেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হইল ঃ

তফসিল

জেলা-কক্সবাজার, উপজেলা-টেকনাফ, মৌজা দক্ষিণহ্নীলা

আর, এস, খতিয়ান নং	আর, এস, দাগ নং	জমির পরিমাণ (একরে)
১৪৯৬	১০০৮	৬.৭০
১৪৯৬	১০০৭	০.৫৮
১৪৯৬	১০০৯	১.২২
		মোট ৮.৫০

জমির নক্সা কক্সবাজার জেলা প্রশাসকের অফিসে দেখা যাইতে পারে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

পারভীন আকতার
উপ-সচিব।

এল, এ, (সাঃ) কেস নং ২/৬০-৬১

'ঘ' ফরম

সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ

তারিখ, ১৪ নভেম্বর ২০১২

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.৩২০.১২-৫৭৪—যেহেতু নিম্ন তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩নং আইন)-এর ৩ ধারা মোতাবেক ০৩-০৩-৬০ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হইয়াছে। ; এবং

যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রহিয়াছে; এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/ সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন ;

সেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিলে উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হইল :

তফসিল

মৌজা বানিয়াখামার, জে, এল, নং ৩, থানা খুলনা সদর, জেলা খুলনা।

দাগ নং পূর্ণ	জমির পরিমাণ (একর)	জমির পরিমাণ (একর)
সিএস ৩৯৭৯ হাল ৪৭৪১	৩.০৮ আংশিক	০.১৩৫
সিএস ৩৯৭৮ হাল ৪৭৪০	০.২১ ,,	০.১৯৫
		০.৩৩ একর

কথায় সর্বমোট (শূন্য দশমিক তিন তিন একর)

জমির নক্সা জেলা প্রশাসকের কার্যালয় এল, এ শাখা খুলনা অফিসে দেখা যাইতে পারে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

পারভীন আকতার
উপ-সচিব।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
শাখা-সেল

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১০ কার্তিক ১৪১৯/২৫ অক্টোবর ২০১২

নং ৩২.০০.০০০০.০৩৮.০৬.০৬১.১২-১০৪৩—জাতীয় মহিলা সংস্থার আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ৯নং আইন) এর ১১(১) ধারা মোতাবেক জাতীয় মহিলা সংস্থা, ঢাকা এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসার, মঠবাড়িয়া, পিরোজপুর এর সুপারিশের ভিত্তিতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের সমন্বয়ে জাতীয় মহিলা সংস্থার মঠমাড়িয়া উপজেলা কমিটি গঠন করা হলো ঃ

ক্রমিক নং	ক্যাটাগরী	পদবী	নাম ও ঠিকানা
(১)	শিক্ষিকা	চেয়ারম্যান	মোসাঃ এমিলি বেগম, স্বামী বাচ্চু মিয়া, ৪নং ওয়ার্ড, মঠবাড়িয়া পৌরসভা।
(২)	বিশিষ্ট মহিলা	সদস্য	মোসাঃ পাখি বেগম, স্বামী কবির হাওলাদার, গ্রাম আন্ধারমানিক, মঠবাড়িয়া।
(৩)	বিশিষ্ট মহিলা	সদস্য	রত্না রানী চক্রবর্তী, স্বামী অলোক চক্রবর্তী, ২নং ওয়ার্ড মঠবাড়িয়া।
(৪)	সমাজসেবী	সদস্য	সাবিনা ইয়াসমিন রানী, স্বামী হুমায়ুন কবির পান্না, সাপলেজা, মঠবাড়িয়া।
(৫)	বিশিষ্ট মহিলা	সদস্য	মোসাঃ নিলু বেগম, স্বামী মঞ্জু আকন, ৫নং ওয়ার্ড মঠবাড়িয়া।

২। উপরে উল্লিখিত কমিটির সদস্যগণের মধ্য হতে ১নং ক্রমিকের মোসাঃ এমিলি বেগম উক্ত কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

৩। কমিটির মনোনীত চেয়ারম্যান ও উপরে বর্ণিত সদস্যগণ মনোনয়নের তারিখ হতে দুই বৎসর মেয়াদে স্বীয় পদে বহাল থাকবেন। তবে শর্ত থাকে যে, সরকার উক্ত মেয়াদ শেষ হবার পূর্বে কোন কারণ না দর্শিয়ে তাদেরকে পদ হতে অপসারণ করতে পারবে এবং তারাও সরকারের উদ্ধেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে যে কোন সময় স্বীয় পদ ত্যাগ করতে পারবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ আবু নঈম
সিনিয়র সহকারী সচিব।

রেলপথ মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৯ কার্তিক ১৪১৯/১৩ নভেম্বর ২০১২

নং ৫৪.০০.০০০০.০০৭.২৭.০৯৯.১২-২৯০৮—যেহেতু, আপনি জনাব মুহাম্মদ শফিকুর রহমান, বিভাগীয় বৈদ্যুতিক প্রকৌশলী, বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম, ২০০৬ সনে সহকারী বৈদ্যুতিক প্রকৌশলী (এইই), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম হিসেবে কর্মরত থাকাকালীন জিএম/পশ্চিমের দপ্তরাদেশ নং-এসট/৬০১/৫(নিয়োগ)/০৬(ডব্লিউ) তারিখ, ২০-০৯-২০০৬ মোতাবেক বাংলাদেশ রেলওয়ের পশ্চিমাঞ্চলে ৫৮টি খালাসী পদে নব-নিয়োগ সংক্রান্ত গঠিত নির্বাচনী কমিটিতে সদস্য এর দায়িত্ব পালনকালীন উক্ত নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অনিয়মের অভিযোগ সম্পর্কে গত ২ জুলাই ২০১০ তারিখে 'বাংলাদেশ প্রতিদিন' পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশিত হওয়ায় যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব/আইন দ্বারা তদন্ত করানো হয় এবং তদন্ত কর্মকর্তার ০৪-০৯-২০১১ তারিখের পত্র নং যোম/উঃসঃ/আইন/তদন্ত/২০১১(অংশ-৪)-১৬০ এর মাধ্যমে দাখিলকৃত প্রতিবেদনে কোটা প্রাপ্যতা, কোটা বন্টনে গরমিল, চূড়ান্ত নিয়োগ তালিকায় আংশিক কাটা-ছেড়া হয়েছে মর্মে মতামত প্রদান করায় তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ অনুযায়ী এর ৩(বি) বিধি মোতাবেক অসদাচরণের (Misconduct) অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কৈফিয়ত তলব করা হয়;

যেহেতু, জনাব মুহাম্মদ শফিকুর রহমান, বিভাগীয় বৈদ্যুতিক প্রকৌশলী গত ০৫-০৮-২০১২ তারিখে লিখিত জবাব প্রদান করে ব্যক্তিগত শুনানীর আবেদন করেন এবং ২৩-০৯-২০১২ তারিখে ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু, তাঁর জবাব ও দাখিলকৃত কাগজপত্রাদি পর্যালোচনায় তাঁর বিরুদ্ধে অসদাচরণের অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি;

সেহেতু, জনাব মুহাম্মদ শফিকুর রহমান, বিভাগীয় বৈদ্যুতিক প্রকৌশলী, বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম প্রাক্তন সহকারী বৈদ্যুতিক প্রকৌশলী (এইই), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রামকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ অনুযায়ী এর ৩(বি) বিধি মোতাবেক অসদাচরণের (Misconduct) অভিযোগের দায় হতে তাঁকে একই বিধিমালার ৭(২)(এ) বিধি মোতাবেক অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ মহবুব উর রহমান
সচিব।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়
অধিশাখা-৭ (কলেজ-২)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ৮ নভেম্বর ২০১২

নং শিম/শাঃ৭/বিভাগীয় মামলা-৪২/২০০৭/৭২২—যেহেতু, বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারের কর্মকর্তা জনাব শুভাশীষ কুন্ডু, প্রভাষক (রসায়ন), বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা জাপানের হোক্কাইডো বিশ্ববিদ্যালয়ে এমএস ও পিএইচডি কোর্সে অধ্যয়নের জন্য ২১-০৯-২০০৪ তারিখে পাবনা সরকারি মহিলা কলেজে, পাবনায় দায়িত্বভার হস্তান্তর করে ০১ (এক) বছরের প্রেষণ নিয়ে জাপান গমণ করেন।

পুনরায় তাকে আরো ১ (এক) বছরের প্রেষণ মঞ্জুর করা হয়। পরবর্তীতে তাকে ৩১-০৩-২০০৭ তারিখের মধ্যে দেশে ফিরে এসে কর্মে যোগাদনের জন্য নির্দেশ প্রদান করা সত্ত্বেও তিনি কাজে যোগদান না করে ২১-০৯-২০০৬ তারিখ থেকে অদ্যাবধি কর্মস্থলে অনুপস্থিত রয়েছেন;

যেহেতু, তৎপরিপ্রেক্ষিতে তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(সি) বিধি মোতাবেক বিভাগীয় মামলা রুজু করে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণীসহ কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়। কিন্তু উক্ত নোটিশের জবাব পাওয়া যায়নি। পরবর্তীতে বিষয়টি তদন্তের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং তদন্তে তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হলে অভিযুক্ত কর্মকর্তাকে ২য় কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়। কিন্তু উক্ত নেটিশের জবাব পাওয়া যায়নি। অতঃপর জেলা প্রশাসক, পাবনা এর মাধ্যমে নোটিশটি জারির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে জেলা প্রশাসক জানান যে, “অভিযুক্ত কর্মকর্তা না থাকায় তার বাবা নোটিশটি স্বাক্ষর করে গ্রহণ করেন”;

যেহেতু, এ পরিপ্রেক্ষিতে তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৪(৩)(ডি) মোতাবেক ২১-০৯-২০০৬ তারিখ হতে “চাকুরি থেকে বরখাস্ত (Dismissal from Service) করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত সিদ্ধান্তে বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন একমত পোষণ করে এবং মহামান্য রাষ্ট্রপতি উক্ত প্রস্তাবে সদয় সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন;

সেহেতু, জনাব শুভাশীষ কুন্ডুকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৪(৩)(ডি) মোতাবেক ২১-০৯-২০০৬ তারিখ হতে ভূতাপেক্ষভাবে “চাকুরি থেকে বরখাস্ত (Dismissal from Service)” করা হ'ল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী
সচিব।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

তদন্ত ও শৃঙ্খলা শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ, ২১ কার্তিক ১৪১৯/৫ নভেম্বর ২০১২

নং প্রাগম/তঃশৃঃ/বিমা-৯/২০১২/৪৯৫—যেহেতু, জনাব মোঃ শরীফ হাসান, সহকারী পরিচালক, জেলা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো, গোপালগঞ্জ-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(সি) উপ-বিধি মোতাবেক অসদাচরণ ও ডিজারশনের অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজুপূর্বক অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করা হয়;

যেহেতু, তাঁর লিখিত জবাব এবং ব্যক্তিগত শুনানীতে প্রদত্ত বক্তব্য সন্তোষজনক না হওয়ায় মামলাটি তদন্ত করার জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্ত প্রতিবেদন ও প্রাসঙ্গিক রেকর্ডপত্রাদি পর্যালোচনায় তাঁর বিরুদ্ধে অসদাচরণ ও ডিজারশনের অভিযোগ প্রমাণিত হয়; এবং

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তাকে চাকরি হতে বরখাস্তকরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণপূর্বক ২য় কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করা হলে তিনি ২য় কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাব প্রদান করেন। উক্ত জবাব সন্তোষজনক না হওয়ায় তাকে চাকরি হতে বরখাস্তকরণের বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশনের মতামত চাওয়া হলে কর্মকমিশন উক্ত বরখাস্তকরণের প্রস্তাবের সাথে একমত পোষণ করে;

সেহেতু, জনাব মোঃ শরীফ হাসান, সহকারী পরিচালক, জেলা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো, গোপালগঞ্জ-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৪(৩)(ডি) বিধি মোতাবেক চাকুরি থেকে বরখাস্ত (Dismissal from Service) করা হ'ল।

২। জনস্বার্থে এ আদেশ জারী করা হ'ল এবং আদেশটি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ, ২৯ কার্তিক ১৪১৯/১৩ নভেম্বর ২০১২

নং প্রাগম/তঃশৃঃ/বিমা-৪১/২০১২/৪৯৯—যেহেতু, জনাব মোঃ হেমায়েত আলী শাহ, উপজেলা শিক্ষা অফিসার, হরিপুর, ঠাকুরগাঁও (প্রাক্তন পলাশবাড়ী, গাইবান্ধা)-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) উপ-বিধি মোতাবেক অসদাচরণের অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজুপূর্বক অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করে জবাব প্রদানের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়; এবং

যেহেতু, তিনি লিখিত জবাব দাখিল করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানীতে অংশগ্রহণ করেন; এবং

যেহেতু, তার লিখিত জবাব, ব্যক্তিগত শুনানীতে প্রদত্ত বক্তব্য এবং প্রাসঙ্গিক রেকর্ডপত্রাদি পর্যালোচনা করে তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ মোতাবেক বিভাগীয় মামলা চলার মত উপযুক্ত ভিত্তি নেই;

সেহেতু, জনাব মোঃ হেমায়েত আলী শাহ, উপজেলা শিক্ষা অফিসার, হরিপুর, ঠাকুরগাঁও-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৭(২)(এ) উপ-বিধি মোতাবেক বিভাগীয় মামলা হতে অব্যাহতি প্রদান করা হ'ল।

২। জনস্বার্থে এ আদেশ জারী করা হ'ল।

নং প্রাগম/তঃশৃঃ/বিমা-২৪/২০০৯/৫০০—যেহেতু, জনাব নিখিল মৃধা, উপজেলা শিক্ষা অফিসার, নড়াইল সদর, নড়াইল (বর্তমানে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরে সংযুক্ত) ইতোপূর্বে ভারপ্রাপ্ত জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, মাদারীপুর হিসাবে কর্মরত থাকাকালে তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(ডি) উপ-বিধি মোতাবেক অসদাচরণ ও দুর্নীতির অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজুপূর্বক অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করে জবাব প্রদানের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়; এবং

যেহেতু, তিনি লিখিত জবাব দাখিল করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানীতে অংশগ্রহণ করেন; এবং

যেহেতু, তার লিখিত জবাব, ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণের পর বিভাগীয় মামলাটি অধিকতর তদন্ত করার জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু, তার লিখিত জবাব, ব্যক্তিগত শুনানীতে প্রদত্ত বক্তব্য, তদন্ত প্রতিবেদন এবং প্রাসঙ্গিক রেকর্ডপত্রাদি পর্যালোচনা করে তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ মোতাবেক বিভাগীয় মামলা চলার মত উপযুক্ত ভিত্তি নেই;

সেহেতু, জনাব নিখিল মৃধা, উপজেলা শিক্ষা অফিসার, নড়াইল সদর, নড়াইল (বর্তমানে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরে সংযুক্ত)-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৭(২)(এ) উপ-বিধি মোতাবেক বিভাগীয় মামলা হতে অব্যাহতি প্রদান করা হ'ল।

২। জনস্বার্থে এ আদেশ জারী করা হ'ল।

তারিখ, ০৬ অগ্রহায়ণ ১৪১৯/২০ নভেম্বর ২০১২

নং প্রাগম/তঃশৃঃ/বিমা-৪৩/২০১২/৫০৮—যেহেতু, জনাব রঙ্গলাল রায়, উপজেলা শিক্ষা অফিসার, বাকেরগঞ্জ, বরিশাল-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) উপ-বিধি মোতাবেক অসদাচরণের অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজুপূর্বক অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করে জবাব প্রদানের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়; এবং

যেহেতু, তিনি লিখিত জবাব দাখিল করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানীতে অংশগ্রহণ করেন; এবং

যেহেতু, তার লিখিত জবাব, ব্যক্তিগত শুনানীতে প্রদত্ত বক্তব্য এবং প্রাসঙ্গিক রেকর্ডপত্রাদি পর্যালোচনা করে তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ মোতাবেক বিভাগীয় মামলা চলার মত উপযুক্ত ভিত্তি নেই;

সেহেতু, জনাব রঙ্গলাল রায়, উপজেলা শিক্ষা অফিসার, বাকেরগঞ্জ, বরিশাল-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৭(২)(এ) উপ-বিধি মোতাবেক বিভাগীয় মামলা হতে অব্যাহতি প্রদান করা হ'ল।

২। জনস্বার্থে এ আদেশ জারী করা হ'ল।

নং প্রাগম/তঃশৃঃ/বিমা-৪৪/২০১২/৫০৯—যেহেতু, জনাব মহাদেব ব্যানার্জী, সুপারিনটেনডেন্ট (ভারপ্রাপ্ত), পিটিআই, বরগুনা-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) উপ-বিধি মোতাবেক অসদাচরণের অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজুপূর্বক অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করে জবাব প্রদানের জন্য তাঁকে নির্দেশ প্রদান করা হয়;

যেহেতু, তিনি লিখিত জবাব দাখিল করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানীতে অংশগ্রহণ করেন; এবং

যেহেতু, তাঁর লিখিত জবাব, ব্যক্তিগত শুনানীতে প্রদত্ত বক্তব্য এবং প্রাসঙ্গিক রেকর্ডপত্রাদি পর্যালোচনা করা অভিযুক্তের বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ মোতাবেক বিভাগীয় মামলা চলার মত উপযুক্ত ভিত্তি নেই;

সেহেতু, জনাব মহাদেব ব্যানার্জী, সুপারিনটেনডেন্ট (ভারপ্রাপ্ত), পিটিআই, বরগুনা-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৭(২)(এ) উপ-বিধি মোতাবেক বিভাগীয় মামলা হতে অব্যাহতি প্রদান করা হ'ল।

২। জনস্বার্থে এ আদেশ জারী করা হ'ল।

নং প্রাগম/তঃশৃঃ/বিমা-৩৭/২০১১/৫১১—যেহেতু, জনাব দিলীপ কুমার বণিক, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার (চলতি দায়িত্ব), রাজবাড়ী (বর্তমানে সংযুক্ত প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর)-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩ (ডি) উপ-বিধি মোতাবেক অসদাচরণ ও দুর্নীতির অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজুপূর্বক অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করে জবাব প্রদানের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়; এবং

যেহেতু, তিনি লিখিত জবাব দাখিল করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানীতে অংশগ্রহণ করেন; এবং

যেহেতু, তার লিখিত জবাব ও ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণের পর বিভাগীয় মামলাটি অধিকতর তদন্ত করার জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু, তার লিখিত জবাব, ব্যক্তিগত শুনানীতে প্রদত্ত বক্তব্য, তদন্ত প্রতিবেদন এবং প্রাসঙ্গিক রেকর্ডপত্রাদি পর্যালোচনা করে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ মোতাবেক বিভাগীয় মামলা চলার মত উপযুক্ত ভিত্তি নেই;

সেহেতু, জনাব দিলীপ কুমার বণিক, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার (চলতি দায়িত্ব), রাজবাড়ী (বর্তমানে সংযুক্ত প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর)-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৭(২)(এ) উপ-বিধি মোতাবেক বিভাগীয় মামলা হতে অব্যাহতি প্রদান করা হ'ল।

২। জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকরী হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এম, এম, নিয়াজউদ্দিন
ভারপ্রাপ্ত সচিব।

শিল্প মন্ত্রণালয়

স্বস-বিএসএফআইসি শাখা

সংশোধিত প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ৬ নভেম্বর ২০১২

নং ৩৬.০৬৪.০০৭.০১.০০.০১৫.২০০৮-২০৭—বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প সংস্থার (বিএসএফআইসি) অধীন কারখানা-সমূহের আগামী আখ রোপন মৌসুমে আখের চাষ এবং উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে আখের মূল্য বৃদ্ধি সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটিতে ২ (দুই) জন আখচাষী প্রতিনিধির নাম অন্তর্ভুক্ত করে প্রজ্ঞাপনটি নিম্নোক্তভাবে সংশোধন করা হলো ঃ

কমিটি ঃ

সভাপতি

(১) অতিরিক্ত সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়।

সদস্যবৃন্দ

(২) চেয়ারম্যান, বিএসএফআইসি।

(৩) নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি।

(৪) মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর।

(৫) মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর।

(৬) সভাপতি, চিনি শিল্প উন্নয়ন ফোরাম।

(৭) সভাপতি, বাংলাদেশ চিনিকল আখচাষী ফেডারেশন।

(৮) নির্বাহী সদস্য, বাংলাদেশ চিনিকল আখচাষী ফেডারেশন।

কমিটি আখের প্রতিযোগী ও অন্যান্য প্রধান ফসলের বাজার দর, গুড়ের বাজার মূল্য, পার্শ্ববর্তী দেশসমূহে আখের ক্রয় মূল্য, উৎপাদন ব্যয় প্রভৃতি বিষয়গুলো বিবেচনার রেখে প্রতি বছর জুন মাসের মধ্যে আখের উৎপাদন ব্যয় এবং বিদ্যমান ক্রয় মূল্য পর্যালোচনা করে প্রয়োজনে মিল জোনে আখের যৌক্তিক ক্রয় মূল্য পুনঃনির্ধারণের জন্য সরকারের নিকট সুপারিশ পেশ করবে।

মোঃ শওকত আলী
উপ-সচিব।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

পুলিশ-১ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ৫ নভেম্বর ২০১২

নং স্বঃমঃ(পু-১)/ব্যক্তিগত-১/২০১১/৮৫৮—যেহেতু, জনাব শেখ জয়নুদ্দীন, সিনিয়র সহকারি পুলিশ সুপার, বর্তমানে সাময়িক বরখাস্ত ও পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সে সংযুক্ত এর বিরুদ্ধে (১) গত ০২/০২/২০০৯ তারিখ বেগম মনিকা পারভীন নীলা-কে ইসলামী শরিয়ত মোতাবেক বিবাহকালে ৫০,০০,০০০ (পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা যৌতুক গ্রহণ করা; (২) ৪০,০০,০০০ (চল্লিশ লক্ষ) টাকার সঞ্চয়পত্র ক্রয়কালে নমিনী করার জন্য তাঁর স্ত্রীর স্বাক্ষর জাল করা; (৩) বিবাহের পর হতে তাঁর স্ত্রী বেগম মনিকা পারভীন নীলা-কে অনৈতিকভাবে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করা এবং তাঁর স্ত্রীকে না জানিয়ে মিশনে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ কালে বিষয়টি জানতে পেরে তাঁর স্ত্রী কর্তৃক অতিরিক্ত আইজিপি (ট্রেনিং) বরাবরে অভিযোগ দায়ের করা, যা উভয়ের মধ্যে সমঝোতা করে দেয়া হয় ও (৪) গত ৬-২-২০১০ তারিখে তাঁর স্ত্রী বেগম মনিকা পারভীন নীলা-কে তালাক প্রদান করা সত্ত্বেও গত ২৭-৯-২০১০ তারিখে অতিরিক্ত আইজিপি (ট্রেনিং) এর নিকট উক্ত সত্য গোপন করে তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীর সাথে মিথ্যা অঙ্গিকারনামা প্রদান করার অভিযোগে সরকারি কর্মচারি (শৃংখলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) বিধির (অসদাচরণ) আওতায় বিভাগীয় মামলা রুজু করে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ২৪-১০-২০১১ তারিখের স্বঃমঃ(পু-১)/ব্যক্তিগত-১/২০১১/৮৮৭ নম্বর স্মারকে কৈফিয়ত তলব করা হয়; এবং

যেহেতু, জনাব শেখ জয়নুদ্দীন, সিনিয়র সহকারি পুলিশ সুপার, বর্তমানে সাময়িক বরখাস্ত ও পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সে সংযুক্ত এর কৈফিয়ত তলবের জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় তাঁর বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলাটি তদন্তের জন্য এই মন্ত্রণালয়ের ১৮-০১-২০১২ তারিখের স্বঃমঃ(পু-১)/ব্যক্তিগত-১/২০১১/৫৯ নম্বর স্মারকে পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সের এআইজি জনাব মোঃ রেজাউল করিম-কে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে মর্মে উল্লেখ করে তদন্তকারী কর্মকর্তা ২৩-০৭-২০১২ তারিখে অত্র মন্ত্রণালয়ে তদন্ত রিপোর্ট দাখিল করেন। এক্ষণে, অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, তাঁর লিখিত জবাব ও ব্যক্তিগত শুনানিতে প্রদত্ত বক্তব্য, উপস্থাপিত কাগজপত্র ও তদন্তকারী কর্মকর্তার তদন্ত প্রতিবেদন, সরকার পক্ষের বক্তব্য ও অভিযোগের গুরুত্ব, গভীরতা, ধরণ, রকম এবং প্রাসঙ্গিক রেকর্ডপত্রাদি পর্যালোচনা ও পরীক্ষা করে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় তাঁকে সরকারি কর্মচারি (শৃংখলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৪(২)(ই) উপ-বিধির আওতায় লঘুদণ্ড হিসেবে ৩ (তিন) বছরের জন্য টাইম স্কেলের নিম্নস্তরে নামিয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়;

৩। সেহেতু, জনাব শেখ জয়নুদ্দীন, সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার, বর্তমানে সাময়িক বরখাস্ত ও পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সে সংযুক্ত এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারি (শৃংখলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) বিধির আওতায় অসদাচরণের অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় একই বিধিমালার ৪(২)(ই) বিধির আওতায় লঘুদণ্ড হিসেবে তাঁকে ৩ (তিন) বছরের জন্য টাইম স্কেলের নিম্নস্তরে নামিয়ে দেয়ার আদেশ প্রদান করা হলো।

৪। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ০৩-০৪-২০১২ তারিখের স্বঃমঃ(পু-১)/ব্যক্তিগত-১/২০১১/২৭৭ নম্বর প্রজ্ঞাপন মূলে তাঁকে সাময়িকভাবে বরখাস্তকরণ সম্পর্কিত আদেশটি এতদ্বারা প্রত্যাহার করা হলো। তাঁর সাময়িক বরখাস্তকাল কর্তব্যকাল হিসেবে গণ্য হবে।

৫। জনস্বার্থে জারিকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
সি কিউ কে মুসতাক আহমদ
সিনিয়র সচিব।

পুলিশ শাখা-২

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৩ অক্টোবর ২০১২

নং ৪৪.০০.০০০০.০৯৫.০৮.০০২.১২-৮৬৯—সাতক্ষীরা জেলার পাটকেলঘাটা থানার সাবেক অফিসার ইনচার্জ, নিরস্ত্র পুলিশ পরিদর্শক কাজী মিজানুর রহমান (বর্তমানে ডিবি-উত্তর বিভাগ, ডিএমপি, ঢাকা) এর বিরুদ্ধে ১৯-০৮-২০০৮ তারিখে বিভাগীয় মামলা-৯৭/২০০৮ রুজু করা হয়। এক্ষণে, অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, তার লিখিত আবেদন ও ব্যক্তিগত শুনানিতে প্রদত্ত বক্তব্য, উপস্থাপিত কাগজপত্র ও অন্যান্য তথ্যাদি, অভিযোগনামা, ঘটনার ধরন, গুরুত্ব, গভীরতা, পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও অন্যান্য সকল প্রাসঙ্গিক বিষয় পরীক্ষা, পর্যালোচনা ও বিবেচনা করে কাজী মিজানুর রহমানের বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারি (শৃংখলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর আওতায় প্রদত্ত পূর্বের একটি বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি (Increment) ৩ (তিন) বৎসরের জন্য স্থগিত এর দণ্ডাদেশ বাতিল করে শুধু ১ (এক) বছরের জন্য বার্ষিক বেতনবৃদ্ধি (Increment) স্থগিত করা হ'ল। এছাড়া সাময়িক বরখাস্তকালীন সময় যা পরবর্তিতে গড় বেতনে মঞ্জুরকৃত ছুটিকালীন সময় হিসেবে গণ্য হয়, উক্ত সময়ে তিনি সংশ্লিষ্ট বিধির আলোকে গড় বেতনে মঞ্জুরকৃত ছুটির হিসাবে সকল বকেয়া আর্থিক সুবিধাদি প্রাপ্য হবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
সি কিউ কে মুসতাক আহমদ
সিনিয়র সচিব।

রাজনৈতিক শাখা-৪

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১২ নভেম্বর ২০১২

নং স্ব:ম:(রাজ-৪)/বিবিধ-৩/২০০৩/১৩৫৯—যেহেতু নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্ত মোতাবেক আগামী ১৮ নভেম্বর ২০১২ তারিখে ৯ম জাতীয় সংসদের ১৩২ টাংগাইল-৩ শূন্য আসনে উপ-নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে, সেহেতু সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকায় আইন শৃংখলা বজায় রাখার লক্ষ্যে জনস্বার্থে বৈধ ও লাইসেন্সধারী অস্ত্র মালিকদের সকল প্রকার আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ বিষয়ে The Arms Act 1878 (Act No. XI of 1878)-এর Section 17-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নবর্ণিত আদেশ জারী করিল :

(২) সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকায় ১৬ নভেম্বর ২০১২ তারিখ হইতে ২২ নভেম্বর ২০১২ তারিখ পর্যন্ত সকল আগ্নেয়াস্ত্র মালিকদের অস্ত্র বহন অথবা অস্ত্রসহ চলাফেরা করার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করিল।

(৩) যাহারা এই আদেশ লংঘন করিবেন তাঁহাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনের সংশ্লিষ্ট ধারা মতে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

(৪) এই আদেশ নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না, যথা ঃ

(ক) আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার সহিত সম্পৃক্ত সকল আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য।

(খ) সরকারি-আধাসরকারি এবং বেসরকারি বিভিন্ন দপ্তর, প্রতিষ্ঠান ও স্থাপনাসমূহে নিয়োজিত নিরাপত্তা প্রহরী।

ব্যাখ্যা : এই আদেশে "আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী" বলিতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৫২তে সংজ্ঞায়িত বাহিনীকে বুঝাইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ শফিকুর রহমান
উপ-সচিব।

আইন শাখা-১

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ, ১ অক্টোবর ২০১২

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৫.১০.০০৩.২০১১-১৩০৫—চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন এলাকার খুলশী থানার মামলা নং-৩১, তারিখ ২২-০২-২০১২, ধারা-সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ এর ৮/৯/১০/১২/১৩/১৪ {দায়রা (সন্ত্রাস বিরোধী আইন) মামলা নং-১৯২৪/২০১২}মামলাটির বিচারকার্য পরিচালনার জন্য আবশ্যকীয় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৬ নং আইন) এর ধারা ৪০(২) এর অধীন সরকারের মঞ্জুরী (Sanction) এতদ্দ্বারা প্রদান করা হ'ল।

তারিখ, ৩ অক্টোবর ২০১২

নং স্বম(আইন-১)/মঞ্জুরী-০৪/২০১১-১৩১৯—গত ১৫-৮-২০১২ খ্রিঃ তারিখে (১) আরজু আহমেদ (২৪), পিং খন্দকার আঃ আজিজ ওরফে নিমাই, মা মোছাঃ জাহানারা বেগম, সাং লাহিনী বটতলা, থানা ও জেলা কুষ্টিয়া, বর্তমানে গ্রাম হরিসংকরপুর, মিস্ত্রিপাড়া, কালিনদীর পাড় (মোঃ আঃ রাজ্জাক ওরফে রঞ্জু পুলিশ এর বাড়ীর ভাড়াটিয়া) থানা ও জেলা কুষ্টিয়া (ভাসমান) ও (২) মোঃ ইমরান আলী (২২) পিং মোঃ রইচ উদ্দিন, মা মোছাঃ সুফিয়া খাতুন, সাং কড়ইগাছি, থানা গাংনী, জেলা মেহেরপুরদ্বয় গাইবান্ধা পৌরসভা রেল স্টেশনের পশ্চিম পার্শ্বে "হেযবুত তাওহিদ" নামক সংগঠনের বিজয় ঘোষণার লিফলেট প্রচারসহ ইসলাম ধর্মাবলম্বী ধর্মপ্রাণ মুসলমানের মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়ায় ও ধর্মীয় বিশ্বাসের উপর আঘাত হানে এমন বিভিন্ন ধরনের বই ও সিডি বিক্রয় করে। আসামীদ্বয়কে জিডিমূলে ফৌজদারী কার্যবিধির ৫৪ ধারায় গ্রেফতার করে বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়। গ্রেফতারকৃত আসামীদ্বয়ের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ দণ্ডবিধি আইনের ২৯৫-ক ধারায় ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাতের অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়। তাদের বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির ২৯৫-ক ধারায় নিয়মিত মামলা রুজুর লক্ষ্যে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, গাইবান্ধা সদর, গাইবান্ধা-কে ফৌজদারী কার্যবিধি, ১৮৯৮ এর ১৯৬ ধারার অধীন সরকারের অনুমোদন (Sanction) এতদ্দ্বারা প্রদান করা হ'ল।

তারিখ, ২৩ আশ্বিন ১৪১৯/৮ অক্টোবর ২০১২

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৫.১০.০০১.১২-১৩৪১—গত ০২-০৯-২০১২ খ্রিঃ তারিখে দেবহাটা থানার এসআই রতনুজ্জামান সংগীয় ফোর্সসহ সখিপুর মোড়ে অবৈধ যানবাহন উচ্ছেদ ও চেকিং ডিউটি করা কালে রাত অনুমান ২১.১৫ ঘটিকার সময় সংবাদ পান যে, দেবহাটা থানাধীন পারুলিয়া বাজারে আসামী (১) মোঃ হুরাইরা (৪২), পিং বাবর আলী, সাং মাঝ পারুলিয়া, থানা দেবহাটাসহ অপরাপর আসামী (২) আক্তার হোসেন (৩) মোঃ সেলিম (৪) নূর মোহাম্মদ (৫) সাইফুল ইসলাম (৬) ফরহাদ (৭) ইসমাইল হোসেন (৮) মোঃ রফিকুল ইসলাম (৯) মোঃ সিরাজুল ইসলাম (১০) নুর ইসলাম (১১) আঃ হান্নান (১২) আফসার আলী (১৩) ওলিউল ইসলাম (১৪) মিলন (১৫) আবুল কাশেম (১৬) মোঃ ফরিদ হোসেন (১৭) হাবিবুর রহমানসহ অজ্ঞাতনামা ৪০/৫০ জন জামাত শিবিরের ক্যাডার বে-আইনী জনতায় একত্রিত হয়ে যুদ্ধাপরাধীদের মুক্তির পক্ষে এবং সরকার ও আন্তর্জাতিক আদালতের বিরুদ্ধে কুরুচিপূর্ণ, অশ্লীল, কুটুক্তি, আপত্তিকর, অশোভনীয় ও সরকার উৎখাতের জন্য উসকানিমূলক শ্লোগানসহ পারুলিয়া বাজারস্থ আওয়ামীলীগের অফিস ও অফিসে ঝোলানো জাতির জনক ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ছবি লক্ষ্য করে ইট পাটকেল নিপেক্ষ করেছে। আসামীগণের এহেন কার্যক্রম অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র ও রাষ্ট্রদ্রোহীতার সামিল বিধায় উল্লি খিত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে দণ্ডবিধি'র ১২০-বি ও ১২৪-ক ধারায় মামলা রুজুর লক্ষ্যে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, দেবহাটা থানা, সাতক্ষীরা-কে ফৌজদারী কার্যবিধি, ১৮৯৮ এর ১৯৬-ক ও ১৯৬ ধারার অধীন সরকারের অনুমোদন (Sanction) এতদ্দ্বারা প্রদান করা হ'ল।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৫.১০.০০২.১১-১৩৪২—গত ৩০-৮-২০১২ খ্রিঃ তারিখে দিবাপূর্ব রাত্রী অনুমানিক ০৩.০০ টার পর হইতে ভোর ০৫.০০ টার পূর্ব পর্যন্ত সময়ে আসামী ১। মোঃ সাইফুল ইসলাম (২৮) পিতা অজ্ঞাত ২। মোঃ শাহাদৎ হোসেন (২৬), পিতা মোঃ সাহার আলী, উভয় সাং কাচারী কোয়ালীপাড়া ৩। মোঃ মামুন (২৪), পিতা মোঃ বেলাল হোসেন, সাং দানগাছী ৪। মোঃ শাহীন (২৩), পিতা মোঃ আঃ কাফি, ৫। মোঃ জিল্লুর রহমান (২৫), পিতা মোঃ শহিদুর ইসলাম, উভয় সাং দেউলা, ৬। মোঃ আরিফ (২৬), পিতা এমদাদ, সাং দানগাছী, ৭। মোঃ আঃ রহমান (২৫), পিতা মোঃ আচান, ৮। মোঃ মকুল (২৬), পিতা তৈয়ব আলী, উভয় সাং ভবানীগঞ্জ, সর্ব থানা বাগমারা, জেলা রাজশাহীগণসহ আরও ৯/১০ জন যুবক ছেলে বাগমারা উপজেলার ভবানীগঞ্জ বাজারে বিভিন্ন অফিস আদালত ও দোকানপাটের দেওয়ালে পোস্টার লাগায়। উক্ত

পোস্টার গুলিতে বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে নব্য "স্বৈরাচারিনী" বলে আখ্যায়িত করে তাঁর নামে অপবাদ লেপন করেছে এবং তাঁর সম্মান হানী ঘটিয়েছে। উক্ত আসামীগণ বর্তমান সরকার ও রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছে মর্মে অভিযোগ রয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে উদ্দশ্য করে তাদের এহেন কটুক্তিপূর্ণ বক্তব্য রাষ্ট্রদ্রোহীতার সামিল যা দণ্ডবিধি আইনের ১২৪-ক ধারার অপরাধ। বর্ণিতাবস্থায়, উল্লিখিত আসামীগণের বিরুদ্ধে দণ্ডবিধি ১২৪(ক) ধারায় রাষ্ট্রদ্রোহীতার অভিযোগে মামলা রুজুর লক্ষ্যে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, বাগমারা, রাজশাহীকে আইনগতভাবে আবশ্যকীয় ফৌজদারী কার্যবিধির ১৮৯৮ এর ১৯৬ অধীন সরকারের মঞ্জুরী (Sanction) এতদ্দ্বারা প্রদান করা হ'ল।

তারিখ, ১০ কার্তিক ১৪১৯/২৫ অক্টোবর ২০১২

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৫.১০.০০২.২০১১—গত ৩০-৯-২০১২ খ্রিঃ তারিখে মোঃ নুরুল ইসলাম মোল্লা (৫৯), পিতা মৃত হাতেম আলী মোল্লা, সাং বড় মাছুয়া, থানা মঠবাড়ীয়া, জেলা পিরোজপুরকে মঠবাড়ীয়া থানা পুলিশ ফৌজদারী কার্যবিধি ৫৪ ধারায় গ্রেফতার করে বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করিয়াছেন। উক্ত আসামী বিভিন্ন সময় মঠবাড়ীয়া থানার বিভিন্ন এলাকাসহ বড় মাছুয়া এলাকায় মানবতা বিরোধী যুদ্ধাপরাধী মামলার আসামী দেলওয়ার হোসাইন সাঈদীর কারামুক্তির জন্য হ্যান্ডবিল বিলি করিয়াছেন ও কতিপয় যুবক শ্রেণীর লোকজনদের নিয়া সংগঠন করিয়া বড় ধরনের অপরাধ সৃষ্টি, আইন-শৃংখলা ব্যাহত করার অপচেষ্টা এবং বিভিন্ন নিষিদ্ধ রাজনৈতিক দলের ছত্রছায়ায় দেশের আইন-শৃংখলা অবনতির কৌশল অবলম্বনের জন্য ষড়যন্ত্র করিতেছে। এই সংক্রান্তে উল্লিখিত আসামী দণ্ডবিধি আইনের ১২০-খ ধারায় অপরাধ করিয়াছেন। বর্ণিতাবস্থায়, উল্লিখিত আসামীর বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির ১২০-ক ধারায় মামলা রুজু করার জন্য ফৌজদারী কার্যবিধির ১৯৬(ক) ধারার অধীন সরকারের মঞ্জুরী (Sanction) এতদ্দ্বারা প্রদান করা হ'ল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ আবু সাঈদ মোল্লা
সিনিয়র সহকারী সচিব।

পরিকল্পনা শাখা-২

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ৯ অক্টোবর ২০১২

নং ৪৪.০৬০.০০০০.২৩১.০২.১৮.০৭-৫৭১—জুন/২০১১ তে সমাপ্ত "১২টি জেলা কারাগার নির্মাণ (সংশোধিত ৯টি জেলা কারাগার)" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় নির্মিত বিভিন্ন কারাগার আইএমইডি কর্তৃক পরিদর্শন শেষে কতিপয় সুপারিশসহ একটি প্রতিবেদন দাখিল করা হয়। উক্ত সুপারিশে উল্লিখিত অন্যান্যের মধ্যে সুপারিশ ৫.২ ও ৫.৬ (কপি সংযুক্ত) অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে একটি প্রতিবেদন প্রদানের জন্য সরকার নিম্নরূপভাবে একটি কমিটি গঠন করেছেন ঃ

(ক) **কমিটি ঃ**

আহ্বায়ক

(১) যুগ্ম-সচিব (আইন ও পরিকল্পনা), স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

সদস্যবৃন্দ

(২) অতিরিক্ত আইজি/ডিআইজি, কারা অধিদপ্তর।

(৩) তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (উন্নয়ন), গণপূর্ত অধিদপ্তর, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

(৪) সিনিয়র সহকারী প্রধান, পরিকল্পনা শাখা-২, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

(খ) **কমিটির কার্যপরিধি ঃ**

(১) কারা অধিদপ্তর এ কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।

(২) এ কমিটি আইএমইডি পরিদর্শনকৃত কারাগারসমূহ পরিদর্শনপূর্বক প্রতিবেদনে উল্লিখিত বিষয়সমূহ পরীক্ষা/নিরীক্ষা করে পরবর্তী এক মাসের মধ্যে প্রতিবেদন পেশ করবে।

(৩) আইএমইডির প্রতিবেদনে উল্লিখিত সুপারিশ ৫.২ ও ৫.৬ এবং অন্যান্য সুপারিশের বিষয়সমূহ পরীক্ষা করে আগামী ১ (এক) মাসের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিল করবেন।

সুব্রত শিকদার
সিনিয়র সহকারী সচিব প্রধান।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

শৃংখলা-১ শাখা

আদেশাবলী

তারিখ, ৭ কার্তিক ১৪১৯/২২ অক্টোবর ২০১২

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০২.০০.০৯৩.২০১১-৯৭৮—যেহেতু, ডাঃ মোঃ আওলাদ হোসেন (৪৫৬৯১), এ্যানেসথেসিওলজিস্ট, ঢাকা ডেন্টাল কলেজ হাসপাতাল, ঢাকা ০১-০৬-২০০৯ তারিখ হতে কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতিত কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকার কারণে তাঁকে সরকারি কর্মচারী (বিশেষ বিধান) অধ্যাদেশ, ১৯৭৯ এর ৩(বি) ধারায় অভিযুক্ত করতঃ বিভাগীয় মামলা রুজু করে ৫(১) ধারা মোতাবেক ১ম কারণ-দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান না করায় তাঁকে সরকারি চাকুরি হতে কেন বরখাস্ত করা হবে না মর্মে উক্ত অধ্যাদেশের ৫(২) ধারা মোতাবেক ২য় কারণ-দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা দ্বিতীয় কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান না করায় তাঁকে সরকারি চাকুরি হতে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এ বিষয়ে বাংলাদেশ সরকাার কর্মকমিশনের মতামত চাওয়া হয়;

যেহেতু, বাংলাদেশের সরকারি কর্ম কমিশন মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তের সাথে একমত পোষণ করেছে;

যেহেতু, উক্ত কর্মকর্তাকে সরকারি চাকুরি হতে বরখাস্ত করার প্রস্তাব মহামান্য রাষ্ট্রপতি সদয় অনুমোদন করেছেন;

এক্ষণে, সেহেতু, সরকারি কর্মচারী (বিশেষ বিধান) অধ্যাদেশ ১৯৭৯ এর ৪(এ) ধারা মোতাবেক ডাঃ মোঃ আওলাদ হোসেন (৪৫৬৯১), এ্যানেসথেসিওলজিস্ট, ঢাকা ডেন্টাল কলেজ হাসপাতাল, ঢাকা-কে তাঁর অননুমোদিত অনুপস্থিতির তারিখ ০১-০৬-২০০৯ থেকে সরকারি চাকুরি হতে বরখাস্ত করা হলো।

এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হলো।

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০২.০০.০৮০.২০১১-৯৭৯—যেহেতু, ডাঃ শাহানা হোসেন (৪৩২৬৬), প্রভাষক, গাইনী বিভাগ, ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, ঢাকা গত ১৬-০৫-২০১০ তারিখ হতে কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতিত কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকার কারণে তাঁকে সরকারি কর্মচারী (বিশেষ বিধান) অধ্যাদেশ, ১৯৭৯ এর ৩(বি) ধারায় অভিযুক্ত করতঃ বিভাগীয় মামলা রুজু করে ৫(১) ধারা মোতাবেক ১ম কারণ-দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান না করায় তাঁকে সরকারি চাকুরি হতে কেন বরখাস্ত করা হবে না মর্মে উক্ত অধ্যাদেশের ৫(২) ধারা মোতাবেক ২য় কারণ-দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা ২য় কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান না করায় তাঁকে সরকারি চাকুরি হতে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এ বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের মতামত চাওয়া হয়;

যেহেতু, বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তের সাথে একমত পোষণ করেছে;

যেহেতু, উক্ত কর্মকর্তাকে সরকারি চাকুরি হতে বরখাস্ত করার প্রস্তাব মহামান্য রাষ্ট্রপতি সদয় অনুমোদন করেছেন;

এক্ষণে, সেহেতু, সরকারি কর্মচারী (বিশেষ বিধান) অধ্যাদেশ ১৯৭৯ এর ৪(এ) ধারা মোতাবেক ডাঃ শাহানা হোসেন (৪৩২৬৬), প্রভাষক, গাইনী বিভাগ, ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, ঢাকা-কে তাঁর অননুমোদিত অনুপস্থিতির তারিখ ১৬-০৫-২০১০ থেকে সরকারি চাকুরি হতে বরখাস্ত করা হলো।

এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হলো।

তারিখ, ২৩ অক্টোবর ২০১২

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০২.০০.০৫২.২০১০-৯৮৯—যেহেতু, ডাঃ লাভলী রাণী সাহা (রেজিঃ ০৩৬৮৯৬), সহকারী সার্জন, সাদুল্লাহপুর ইউনিয়ন উপস্থাস্থ্য কেন্দ্র, পাবনা সদর, পাবনা ০৪-০১-২০০৯ তারিখ হতে কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতিত কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকার কারণে তাঁকে সরকারি কর্মচারী (বিশেষ বিধান) অধ্যাদেশ, ১৯৭৯ এর ৩(বি) ধারায় অভিযুক্ত করতঃ বিভাগীয় মামলা রুজু করে ৫(১) ধারা মোতাবেক ১ম কারণ-দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান না করায় তাঁকে সরকারি চাকুরি হতে কেন বরখাস্ত করা হবে না মর্মে উক্ত অধ্যাদেশের ৫(২) ধারা মোতাবেক ২য় কারণ-দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা ২য় কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান না করায় তাঁকে সরকারি চাকুরি হতে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এ বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের মতামত চাওয়া হয়;

যেহেতু, বাংলাদেশের সরকারি কর্ম কমিশন মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তের সাথে একমত পোষণ করেছে; এবং

যেহেতু, উক্ত কর্মকর্তাকে সরকারি চাকুরি হতে বরখাস্ত করার প্রস্তাব মহামান্য রাষ্ট্রপতি সদয় অনুমোদন করেছেন;

এক্ষণে, সেহেতু, সরকারি কর্মচারী (বিশেষ বিধান) অধ্যাদেশ ১৯৭৯ এর ৪(এ) ধারা মোতাবেক ডাঃ লাভলী রাণী সাহা (রেজিঃ ০৩৬৮৯৬), সহকারী সার্জন, সাদুল্লাহপুর ইউনিয়ন উপস্থাস্থ্য কেন্দ্র, পাবনা সদর, পাবনা-কে তাঁর অননুমোদিত অনুপস্থিতির তারিখ ০৪-০১-২০০৯ থেকে সরকারি চাকুরি হতে বরখাস্ত করা হলো।

এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হলো।

নং স্বাপকম/শৃংখলা-১/১-২২/১৯৯৯-৯৯৯—যেহেতু, ডাঃ ফখরুন্নেছা মান্না (৪০১২৫), প্রাক্তন সহকারী রেজিস্ট্রার (গাইনী), কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, কুমিল্লা ১৭-০৭-১৯৯৭ তারিখ হতে বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকায় তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(সি) বিধি মোতাবেক অসদাচরণ ও বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতির দায়ে বিভাগীয় মামলা রুজু করে ১ম কারণ-দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেননি এবং তারপর তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্ত করার জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা বিষয়টি তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করেন এবং আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে মর্মে মতামত প্রদান করেন;

যেহেতু, বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগ, তদন্ত প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনা করে তাঁকে সরকারি চাকুরি হতে কেন অপসারণ করা হবে না মর্মে দ্বিতীয় কারণ-দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা দ্বিতীয় কারণ-দর্শানো নোটিশের জনাব প্রদান করেননি এবং তারপর তাঁকে সরকারি চাকুরি হতে অপসারণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এ বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের মতামত চাওয়া হয়;

যেহেতু, বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তের সাথে একমত পোষণ করে বিভাগীয় মামলায় ডাঃ ফখরুন্নেছা মান্না (৪০১২৫)-কে সরকারি চাকুরি হতে বরখাস্ত করার বিষয়ে মতামত প্রদান করে;

যেহেতু, উক্ত কর্মকর্তাকে সরকারি চাকুরি হতে বরখাস্ত করার প্রস্তাব মহামান্য রাষ্ট্রপতি সদয় অনুমোদন করেছেন;

এক্ষণে, সেহেতু, সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৪(৩)(ডি) বিধি মোতাবেক ডাঃ ফখরুন্নেছা মান্না (৪০১২৫)-কে প্রাক্তন সহকারী রেজিস্ট্রার (গাইনী), কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, কুমিল্লা-কে তাঁর অননুমোদিত অনুপস্থিতির তারিখ ১৭-০৭-১৯৯৭ হতে সরকারি চাকুরি থেকে বরখাস্ত করা হলো।

এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হলো।

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৮৫.২০১১-১০০৪—যেহেতু, ডাঃ হোমায়রা ফেরদৌস (১১৩৭৬৯), সহকারী রেজিস্ট্রার, প্লাস্টিক এন্ড রিকন্সট্রাকশন সার্জিক্যাল অনকোলজি বিভাগ, জাতীয় ক্যান্সার গবেষণা ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল, মহাখালী, ঢাকা গত ২৬-০৯-২০১০ তারিখ হতে কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতিত কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকার কারণে তাঁকে সরকারি কর্মচারী (বিশেষ বিধান) অধ্যাদেশ, ১৯৭৯ এর ৩(বি) ধারায় অভিযুক্ত করতঃ বিভাগীয় মামলা রুজু করে ৫(১) ধারা মোতাবেক ১ম কারণ-দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান না করায় তাঁকে সরকারি চাকুরি হতে কেন বরখাস্ত করা হবে না মর্মে উক্ত অধ্যাদেশের ৫(২) ধারা মোতাবেক দ্বিতীয় কারণ-দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা দ্বিতীয় কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান না করায় তাঁকে সরকারি চাকুরি হতে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এ বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের মতামত চাওয়া হয়;

যেহেতু, বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তের সাথে একমত পোষণ করেছে;

যেহেতু, উক্ত কর্মকর্তাকে সরকারি চাকুরি হতে বরখাস্ত করার প্রস্তাব মহামান্য রাষ্ট্রপতি সদয় অনুমোদন করেছেন;

এক্ষণে, সেহেতু, সরকারি কর্মচারী (বিশেষ বিধান) অধ্যাদেশ ১৯৭৯ এর ৪(এ) ধারা মোতাবেক ডাঃ হোমায়রা ফেরদৌস (১১৩৭৬৯), সহকারী রেজিস্ট্রার, প্লাস্টিক এন্ড রিকন্সট্রাকশন সার্জিক্যাল অনকোলজি বিভাগ, জাতীয় ক্যান্সার গবেষণা ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল, মহাখালী, ঢাকা-কে তাঁর অননুমোদিত অনুপস্থিতির তারিখ ২৬-০৯-২০১০ থেকে সরকারি চাকুরি থেকে বরখাস্ত করা হলো।

এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হলো।

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.১৫২.২০১১-১০০৫—যেহেতু, ডাঃ সিলভিয়া হোসেন (১১২৭৭২), প্রাক্তন প্রভাষক, ফিজিওলজি বিভাগ, ঢাকা ডেন্টাল কলেজ, ঢাকা গত ১৩-০৩-২০১১ তারিখ হতে কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতিত কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকার কারণে তাঁকে সরকারি কর্মচারী (বিশেষ বিধান) অধ্যাদেশ, ১৯৭৯ এর ৩(বি) ধারায় অভিযুক্ত করতঃ বিভাগীয় মামলা রুজু করে ৫(১) ধারা মোতাবেক ১ম কারণ-দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান না করায় তাঁকে সরকারি চাকুরি হতে কেন বরখাস্ত করা হবে না মর্মে উক্ত অধ্যাদেশের ৫(২) ধারা মোতাবেক ২য় কারণ-দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা দ্বিতীয় কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান না করায় তাঁকে সরকারি চাকুরি হতে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এ বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের মতামত চাওয়া হয়;

যেহেতু, বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তের সাথে একমত পোষণ করেছে;

যেহেতু, উক্ত কর্মকর্তাকে সরকারি চাকুরি হতে বরখাস্ত করার প্রস্তাব মহামান্য রাষ্ট্রপতি সদয় অনুমোদন করেছেন;

এক্ষণে, সেহেতু, সরকারি কর্মচারী (বিশেষ বিধান) অধ্যাদেশ ১৯৭৯ এর ৪(এ) ধারা মোতাবেক ডাঃ সিলভিয়া হোসেন (১১২৭৭২), প্রাক্তন প্রভাষক, ফিজিওলজি বিভাগ, ঢাকা ডেন্টাল কলেজ, ঢাকা-কে তাঁর অননুমোদিত অনুপস্থিতির তারিখ ১৩-০৩-২০১১ থেকে সরকারি চাকুরি থেকে বরখাস্ত করা হলো।

এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হলো।

তারিখ, ২৯ কার্তিক ১৪১৯/১৩ নভেম্বর ২০১২

নং স্বাপকম/শৃংখলা-১/১-২৪/২০০৬-১০৪৫—যেহেতু, ডাঃ মুহাম্মদ সাইদুল ইসলাম, প্রাক্তন মেডিকেল অফিসার, কাঠালডাঙ্গী ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, হরিপুর, ঠাকুরগাঁও গত ১৫-০৭-২০০১ তারিখ হতে অদ্যাবধি একনাগারে ১১ (এগার) বছরের অধিকাল কর্মস্থলে অননুমোদিতভাবে অনুপস্থিত রয়েছেন;

যেহেতু, তাঁর সরকারি চাকুরীতে অনুপস্থিতকাল ৫ (পাঁচ) বছরের অধিক হওয়ায় বিএসআর (পার্ট-১)-এর ৩৪ বিধি মোতাবেক তাঁর চাকুরি আপনা আপনি অবসান ঘটেছে;

যেহেতু, বিএসআর (পার্ট-১)-এর ৩৪ বিধি মোতাবেক তাঁর চাকুরি অবসান ঘটানোর আদেশ কেন জারি করা হবে না মর্মে তাঁকে কারন দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেননি;

যেহেতু, তাঁর চাকুরি অবসান ঘটানোর আদেশ জারির প্রস্তাব মহামান্য রাষ্ট্রপতি সদয় অনুমোদন করেছেন;

এক্ষণে, সেহেতু, বিএসআর (পার্ট-১)-এর বিধি-৩৪ মোতাবেক ডাঃ মুহাম্মদ সাইদুল ইসলাম, প্রাক্তন মেডিকেল অফিসার, কাঠালডাঙ্গী ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, হরিপুর, ঠাকুরগাঁও এর চাকুরি অবসান (Ceased) করা হলো;

ডাঃ মুহাম্মদ সাইদুল ইসলাম, প্রাক্তন মেডিকেল অফিসার, কাঠালডাঙ্গী ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, হরিপুর, ঠাকুরগাঁও এর কর্মস্থলে অনুপস্থিতির তারিখ ১৫-০৭-২০০১ হতে এ আদেশ কার্যকর হবে।

এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হলো।

তারিখ, ১৫ নভেম্বর ২০১২,

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৫২.২০১২-১০৬০—যেহেতু, ডাঃ মোহাম্মদ আলী আযম (১০৯৭৬৭), মেডিকেল অফিসার, ছাতিয়ান উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র, মাধবপুর, হবিগঞ্জ গত ০১-১০-২০০৩ হতে ৩০-৯-২০০৮ তারিখ পর্যন্ত অসাধারণ ছুটির আবেদন করে কর্মস্থলে ত্যাগ করে পরবর্তীতে কর্মস্থলে যোগদান না করে গত ০১-১০-২০০৩ তারিখ হতে অদ্যাবধি বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত রয়েছেন;

যেহেতু, তাঁর সরকারি চাকুরীতে অনুপস্থিতকাল ৫ (পাঁচ) বছরের অধিক হওয়ায় বিএসআর (পার্ট-১)-এর ৩৪ বিধি মোতাবেক তাঁর চাকুরি আপনা আপনি অবসান ঘটেছে;

যেহেতু, বিএসআর (পার্ট-১)-এর বিধি-৩৪ মোতাবেক তাঁর চাকুরি অবসান ঘটানোর আদেশ কেন জারি করা হবে না মর্মে তাঁকে কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেননি;

যেহেতু, তাঁর চাকুরি অবসান ঘটানোর আদেশ জারির প্রস্তাব মহামান্য রাষ্ট্রপতি সদয় অনুমোদন করেছেন;

এক্ষণে, সেহেতু, বিএসআর (পার্ট-১)-এর বিধি-৩৪ মোতাবেক ডাঃ মোহাম্মদ আলী আযম (১০৯৭৬৭), মেডিকেল অফিসার, ছাতিয়ান উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র, মাধবপুর, হবিগঞ্জ এর চাকুরি অবসান (Ceased) করা হলো;

ডাঃ মোহাম্মদ আলী আযম (১০৯৭৬৭), মেডিকেল অফিসার, ছাতিয়ান উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র, মাধবপুর, হবিগঞ্জ এর কর্মস্থলে অনুপস্থিতির তারিখ ০১-১০-২০০৩ হতে এ আদেশ কার্যকর হবে।

এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মুহম্মদ হুমায়ুন কবির
সিনিয়র সচিব।

আদেশ

তারিখ, ২০ নভেম্বর ২০১২

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০২১.২০১২-১০৬৩—যেহেতু, ডাঃ মোঃ আবদুস সালাম (৩৩৫১৫), জুনিয়র কনসালটেন্ট, (চঃদাঃ), শিশু (এ্যানেসথেসিয়া পদের বিপরীতে) উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, চকরিয়া, কক্সবাজার-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) বিধি মোতাবেক "অসদাচরণ" এর দায়ে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ-দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং ১০-১১-২০১২ তারিখে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু, তিনি ব্যক্তিগত শুনানির সময় জানান, শারীরিক অসুস্থতার কারণে তিনি নির্দিষ্ট সময়ে বদলীকৃত কর্মস্থলে যোগদান করতে পারেননি। তিনি নির্দিষ্ট সময়ে বদলীকৃত কর্মস্থলে যোগদান না করার অপরাধ স্বীকার করেন এবং ক্ষমা প্রার্থনাপূর্বক ভবিষ্যতে এ ধরণের আচরণ হতে বিরত থাকবেন মর্মে জানান;

এক্ষণে, সেহেতু, ডাঃ মোঃ আবদুস সালাম (৩৩৫১৫), জুনিয়র কনসালটেন্ট, (চঃদাঃ), শিশু (এ্যানেসথেসিয়া পদের বিপরীতে) উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, চকরিয়া, কক্সবাজার-এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব, শুনানীকালে তাঁর বক্তব্য এবং সামগ্রিক বিষয়াদি পর্যালোচনাপূর্বক সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৪(২)(বি) মোতাবেক তাঁর বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি আদেশ জারীর তারিখ হতে পরবর্তী ০২ (দুই) বছরের জন্য স্থগিতের শাস্তি আরোপ করা হলো। তিনি ভবিষ্যতে দণ্ডকালীন সময়ের জন্য কোন প্রকার বকেয়া বেতন প্রাপ্য হবেন না।

এ. এম. বদরুদ্দোজা
অতিরিক্ত সচিব।

প্রশাসন-১ শাখা

আদেশ

তারিখ, ৯ অক্টোবর ২০১২

নং ৪৫.১৩৭.১০৩.০২.০০.০২৯.২০১২-১৩৮৪—যেহেতু, জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম পালোয়ান, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা এর বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃক নেত্রকোণা থানার মামলা নং ২৯, তারিখ ৩১-০১-২০০০ মূলে বিজ্ঞ আদালতে ১৭-১০-২০১১ তারিখ ২৬৬ নং চার্জশীট দাখিল করা হয়েছে;

এক্ষণে সেহেতু তাঁকে বাংলাদেশ সার্ভিস রুলস (পার্ট-১) এর ৭৩ বিধি মোতাবেক চাকুরি থেকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হল।

প্রচলিত নিয়ম মোতাবেক তিনি সাময়িক বরখাস্তকালীন সময়ে খোরপোষ ভাতাদি প্রাপ্য হবেন।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

মাহমুদা আকতার
যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন)।

পার-৩ অধিশাখা

আদেশাবলী

তারিখ, ০৪ নভেম্বর ২০১২

নং ৪৫.১৪৪.০২৭.০০.০০.০০৪.২০১২-৮১৪—যেহেতু, ডাঃ মোঃ মনোয়ারুল ইসলাম ভূঁইয়া (কোড নং ১২৫৪৯৮), মেডিকেল অফিসার, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, কানাইঘাট, সিলেট, এডহক ভিত্তিতে নিয়োগ প্রাপ্ত হয়ে ১৫-০৫-২০১১ তারিখে সরকারি চাকরিতে যোগদান করে নিয়োগ পত্রের শর্ত মোতাবেক তিনি ২ (দুই) বছর শিক্ষানবিসকাল শেষ না করে ২৯-০৫-২০১১ তারিখ হতে অদ্যাবধি কর্মস্থলে অনুপস্থিত থেকে নিয়োগ পত্রের শর্ত ভঙ্গ করেছেন;

যেহেতু, নিয়োগ পত্রের শর্ত মোতাবেক কর্মস্থলে বিনানুমতিতে অনুপস্থিতির কারণে তিনি চাকরিতে থাকার অনুপযোগী বিবেচিত হওয়ায় তিনি তাঁর চাকরি হতে অপসারণযোগ্য;

যেহেতু, তাঁকে চাকরি হতে অপসারণ করার নিমিত্ত কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত কারণ-দর্শানোর নোটিশের জবাব প্রদান করেন কিন্তু কর্মস্থলে অনুপস্থিতির বিষয়ে তাঁর জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত হয়নি;

এক্ষণে, সেহেতু, শিক্ষানবিসকারে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকায় ও সরকারি চাকরিতে থাকার অনুপযোগী বিবেচিত হওয়ায় ডাঃ মোঃ মনোয়ারুল ইসলাম ভূঁইয়া (কোড নং ১২৫৪৯৮), মেডিকেল অফিসার, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, কানাইঘাট, সিলেট-এর চাকরি তাঁর অননুমোদিত অনুপস্থিতির তারিখ ২৯-০৫-২০১১ হতে অবসান করা হলো।

এই আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হলো।

নং ৪৫.১৪৪.০২৭.০১.০০.০০৩.২০১১-৮১৫—যেহেতু, ডাঃ মোঃ মজিবুর রহমান (কোড নং ৩২৮৯৩), প্রাক্তন মেডিকেল অফিসার, সিভিল সার্জন অফিস, নেত্রকোণা (বর্তমানে অধ্যাপক (চঃদাঃ) কমিউনিটি মেডিসিন বিভাগ, কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ, কুমিল্লা)-কে নেত্রকোণা থানার মামলা নং ২৯, তারিখ ৩১-০১-২০০০ মূলে আসামীর বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃক চার্জশিট নং ২৬৬ তারিখ ১৭-১০-২০১১ মোতাবেক বিজ্ঞ আদালতে দাখিল করা হয়েছে;

২। এক্ষণে সেহেতু তাঁকে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ১১(১) বিধি মোতাবেক সাময়িক বরখাস্ত করা হল।

৩। তিনি প্রচলিত বিধি মোতাবেক সাময়িক বরখাস্তকালীন খোরপোষ ভাতা প্রাপ্য হবেন।

৪। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

মুহম্মদ হুমায়ুন কবির
সচিব।

প্রকল্প বাস্তবায়ন-১ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ, ১৭ অক্টোবর ২০১২

নং স্বাপকম/প্রবা-১/পদ সংরক্ষণ-৫/২০১২-৬৯২—স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর উন্নয়ন কর্মসূচী (HPNSDP)-এর আওতায় হসপিটাল সার্ভিসেস ম্যানেজমেন্ট শীর্ষক অপারেশনাল প্লানের অন্তর্ভুক্ত Establishment of Shishu Bikash Kendra at Secondary & Tertiary Level Hospitals প্রোগামের ০১-১০ বেতন গ্রেডভুক্ত পদসমূহে জনবল নিয়োগের লক্ষ্যে আদিষ্ট হয়ে নিম্নেবর্ণিত কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে নিয়োগ/বাছাই কমিটি গঠন করা হলো। গঠিত কমিটি নিম্নরূপ ঃ

সভাপতি

(১) অতিরিক্ত সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

সদস্যবৃন্দ

(২) লাইন ডাইরেক্টর, হসপিটাল সার্ভিসেস ম্যানেজমেন্ট, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।

(৩) উপ-সচিব (প্রবা), স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

(৪) পরিচালক, ঢাকা শিশু হাসপাতাল, ঢাকা এর একজন প্রতিনিধি।

সদস্য-সচিব

(৫) ন্যাশনাল কো-অর্ডিনেটর, সেকেন্ডারী ও টারশিয়ারি লেভেল হাসপাতালসমূহে শিশু বিকাশ কেন্দ্র স্থাপন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।

২। এ কমিটি সরকারি সকল বিধি-বিধান পালনপূর্বক উল্লিখিত পদে জনবল নিয়োগের প্রার্থী নির্বাচন করবে এবং নিয়োগের জন্য সুপারিশ করবে।

তারিখ, ৬ নভেম্বর ২০১২

নং স্বাপকম/প্রবা-১/ওপি কমিটি-০১/২০১২-৭৪৩—স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর উন্নয়ন কর্মসূচী (HPNSDP)-এর আওতায় অল্টারনেটিভ মেডিকেল কেয়ার (এএমসি) শীর্ষক অপারেশনাল প্লানের সংস্থান অনুযায়ী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিয়োগের লক্ষ্যে আদিষ্ট হয়ে নিম্নেবর্ণিত কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে ০২টি নিয়োগ/বাছাই কমিটি গঠন করা হলো। গঠিত কমিটি ০২টি নিম্নরূপ ঃ

(ক) **কর্মকর্তাদের জন্য নিয়োগ/বাছাই কমিটি ঃ**

সভাপতি

(১) অতিরিক্ত সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

সদস্যবৃন্দ

(২) পরিচালক (প্রশাসন), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।

(৩) অধ্যক্ষ-কাম-অধীক্ষক, সরকারি ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক ডিগ্রী কলেজ/সরকারি হোমিও প্যাথিক ডিগ্রী কলেজ, ঢাকা।

(৪) উপ-সচিব (প্রবা), স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

সদস্য-সচিব

(৫) লাইন ডাইরেক্টর, অল্টারনেটিভ মেডিকেল কেয়ার, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।

(খ) **কর্মচারীদের জন্য নিয়োগ/বাছাই কমিটি ঃ**

সভাপতি

(১) লাইন ডাইরেক্টর, অল্টারনেটিভ মেডিকেল কেয়ার, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।

সদস্যবৃন্দ

(২) উপ-পরিচালক (হাসপাতাল), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।

(৩) সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রবা-১), স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

(৪) অধ্যক্ষ-কাম অধীক্ষক, সরকারি ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক ডিগ্রী কলেজ/সরকারি হোমিও প্যাথিক ডিগ্রী কলেজ, ঢাকা (এএমসি বিশেষজ্ঞ)।

সদস্য-সচিব

(৫) উপ-পরিচালক/পিএম, অল্টারনেটিভ মেডিকেল কেয়ার, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।

২। এ কমিটি সরকারি সকল বিধি-বিধান পালনপূর্বক জনবল নিয়োগের লক্ষ্যে প্রার্থী নির্বাচন করবে এবং নিয়োগের জন্য সুপারিশ করবে।

সালমা সিদ্দিকা মাহতাব
সিনিয়র সহকারী সচিব।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

উর্ধ্বতন নিয়োগ-২ শাখা

শোক প্রস্তাব

তারিখ, ১৪ মার্চ ২০১৩

নং ০৫.০০.০০০০.১৩১.০০.১২১.১১-৩১৭—বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের সদস্য যুগ্ম-সচিব জনাব মোহাম্মদ মনজুর-ই-ইলাহী (পরিচিতি নম্বর ৩৪২২) বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ চা বোর্ডের সদস্য (যুগ্ম-সচিব) হিসেবে কর্মরত থাকাকালীন গত ১০ মার্চ ২০১৩ তারিখ রবিবার বিকাল ০৩.৪০ টায় রাজধানীর ইউনাইটেড হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি..........রাজিউন)।

২। মরহুম মোহাম্মদ মনজুর-ই-ইলাহী ১৫ জানুয়ারি ১৯৫৯ তারিখ কক্সবাজার জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৮১ সনে এম. এ. ডিগ্রী লাভ করেন। পরবর্তীতে তিনি ২১ জানুয়ারি ১৯৮৬ তারিখ বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারে যোগদান করেন। তিনি গত ১০ ফেব্রুয়ারি ২০০৩ তারিখ উপ-সচিব এবং ০৭-০৯-২০০৯ তারিখ যুগ্ম-সচিব পদে পদোন্নতি পান। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি বাংলাদেশ চা বোর্ডের সদস্য পদে কর্মরত ছিলেন।

৩। মরহুম মোহাম্মদ মনজুর-ই-ইলাহী দীর্ঘ চাকরি জীবনে একজন কর্তব্যপরায়ন, নিষ্ঠাবান ও মিষ্টভাষী কর্মকর্তা ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, দুই কন্যা ও এক পুত্রসহ বহু আত্মীয় স্বজন ও অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

৪। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার মরহুম মোহাম্মদ মনজুর-ই-ইলাহী এর অকাল মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশসহ তাঁর রুহের মাগফিরাত কামনা করছে এবং শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছে।

আবদুস সোবহান সিকদার
সিনিয়র সচিব।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
উপজেলা-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ৬ নভেম্বর ২০১২

নং ৪৬.০৪৬.০২৭.০০.০০.০০১.২০১২-৬০১—যেহেতু, জনাব মোঃ আফতাব উদ্দীন মোল্লা, দিনাজপুর জেলার চিরিরবন্দর উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান-এর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলাসমূহ অভিযোগপত্র আদালত কর্তৃক গৃহীত হয়েছে;

যেহেতু, তাঁর দ্বারা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান-এর ক্ষমতা প্রয়োগ উপজেলা পরিষদের জন্য স্বার্থহানিকর এবং প্রশাসনিক দৃষ্টিকোণ হতে সমীচীন নয় মর্মে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট প্রতীয়মান হয়েছে;

সেহেতু, সরকার তাঁকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে;

এ অবস্থায়, উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ [উপজেলা পরিষদ (সংশোধন) আইন, ২০১১ দ্বারা সংশোধিত]-এর ১৩ খ ধারার (১) উপ-ধারা অনুযায়ী চিরিরবন্দর উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আফতাব উদ্দীন মোল্লাকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হলো।

এ আদেশ জনস্বার্থে জারী করা হলো এবং অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এনামুল হাবীব
সিনিয়র সহকারী সচিব।